ছয়াল গণী।

সর্ব্ব উত্তম! সাবেকী ছাপা !! আসল !!!

ছহি বড় চোর পণ্ডিত।

সায়ের—

শ্রীমুন্সী রিয়াজদ্দিন সাহেব

[illegible] সিদ্দির গঞ্জ আটি গ্রাম।

প্রকাশক—

শ্রীআবদুললতিফ, আবদুলহামিদ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
محمد عبداللطیف وعبدالحمید تاجر کتب
چوک بازار کتاب پٹی - ڈھاکہ
চক্ বাজার, কেতাব পট্টি,
ঢাকা

আমরা এই পুথি উক্ত সায়েরের অনুমতি লইয়া ছাপিয়া প্রকাশ করিলাম।

প্রিণ্টার—এম, আশ্রাফউদ্দিন দ্বারা মুদ্রিত।
৬নং চুড়িহাট্টা হামিদীয়া প্রেস ঢাকা।

ইং সন ১৯২৫। বাং সন ১৩৩২।

মূল্য [illegible] আনা।
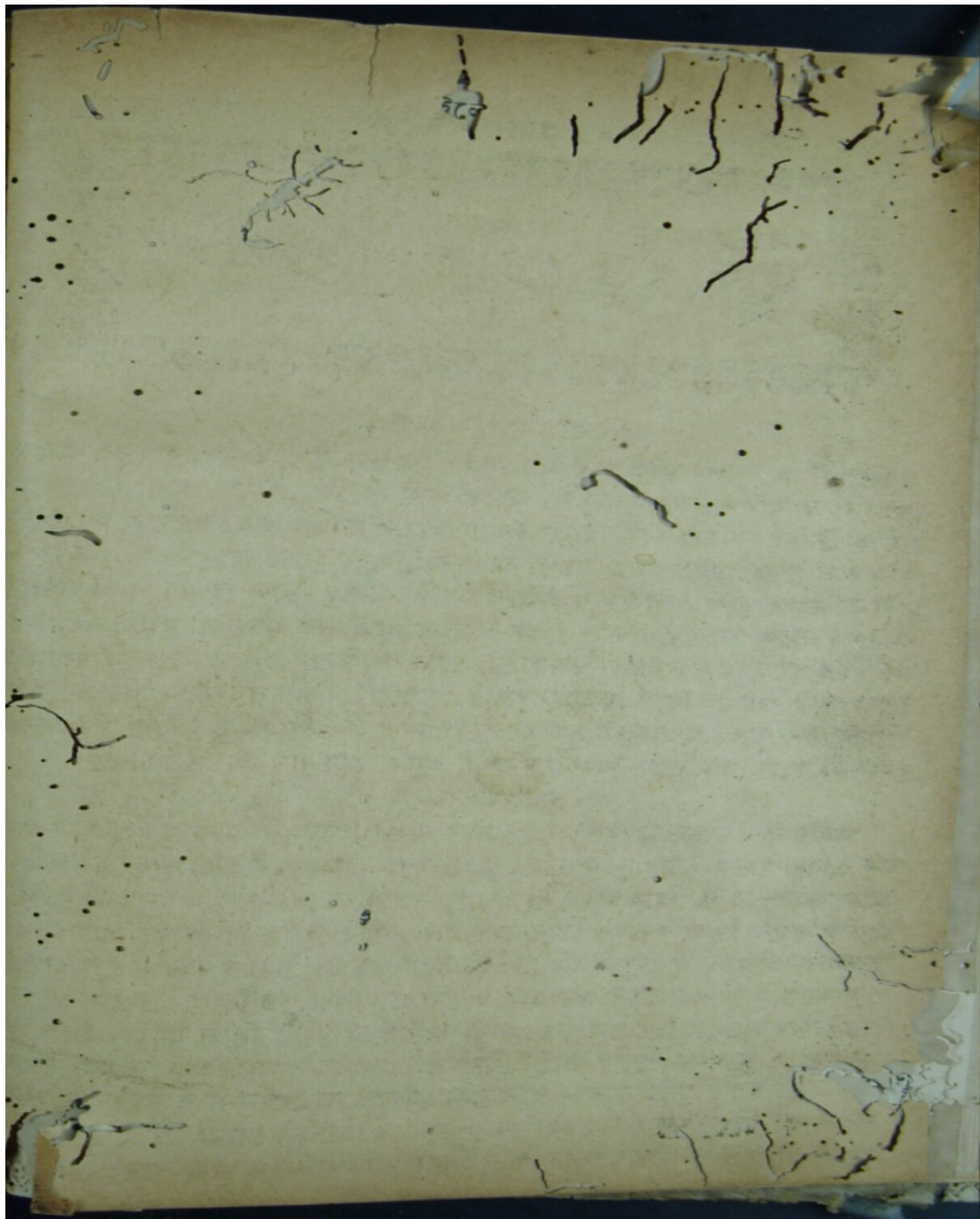
ছহি বড় চোর পণ্ডিত।

হামদো ও নাত।

ত্রিপদী * পাক জাত পরওয়ার, সৃজন পালন হার, একা সেই না আছে দোসর॥ মা বহিন ফুফু খালা, না আছে জরু কবিলা, নাহি তার ভাই বেরাদর * উজির নাজির নাই, যাহা জানে আপে সাই, তাহা করে হক ছোবহান॥ আপনার নিজ নুরে, পয়দা করে নবীজিরে, তার নুরে তামাম জাহান নবী না হইত যদি, আছমান জমিন আদি, কিছু তবে পয়দা না করিত॥ আরশ কোরশ আর, বেহেস্ত দোজখ তার, এই সব কিছু না হইত * সেই নবীজির পরে, ভেজ সবে দিনদারে, দরুদ পড়িয়া ছোবে সাম ॥ তাহার ইয়ার আর, আওলাদ আছহাবে তার, সবাকারে আমার ছালাম * হীন রিয়াজুদ্দিন বলে, যত দিন দম চলে, পড় সবে এলাহা জিকির॥ দিলেতে রৌসনী হবে, গোরেতে আরামে রবে, খুসি রবে মনকির নকির *

কাহিনী আরম্ভ॥

পয়ার * সোনহে রসিক লোক মন লাগাইয়া ॥ রঙ্গের কাহিনী এক কই প্রকাশিয়া * ক্রেমান সহরে এক বাদসা নামদার॥ জালেনুচ্ছ নাম ছিল ভবেতে প্রচার * হাসমত দবদবা খুব আছিল তাহার ॥ তামাম মুল্লুকে বাদসা তাবে ছিল তার * মালমাত্তা ধন কৌড়ি নাহি ছিল কম॥ খোসালে বাদসাই করে নাহি কোন গম * উজির নাজির আর দেওান পেসকার॥ হুকুমেতে সকলে চালায় কারবার * কিল্লার বিচেতে ছিল ছিপাই যাহারা রাত্রদিন সহরেতে দিতেন পাহাড়া * সহরেতে নাহি ছিল ফকির মিছকিন সকলেতে এক সম সুখে কাটে দিন * বেটার সমান করে পালন প্রজার এজানবাতে গম নাই আনন্দ অপার * দুনিয়াতে কোনমতে নাহি ছিল কম ফরজন্দ বিহনে ছিল অহরহ গম * নিরবে ভাবিত সাহা ছিরে হাত দিয়া আমি বাদে কে বসিবে তক্ত পরে গিয়া * দিবানিশি রহে সাহা এই ভাবে

নাতে ॥ কাতরে মাঙ্গেন দোওা আল্লার দরগাতে * অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥ তুমি প্রভু দয়াবান জগতের পতি * সকল দেখিতে পাও ছাপা কিছু নাই ॥ তক্তের মালিক দেহ এই ভিক্ষা চাই * এইমতে রোজ রোজ কহিতে২ ॥ কবুল হইল দোওা আল্লার কাছেতে * আল্লাতালা কৈল তারে রহমত নাজিল ॥ বাদসার বেগম বিবী রহিল হামেল * রিয়াজুদ্দিন বলে যার মনে যাহা চায় ॥ আলবত্তা আল্লাতালা আনিয়া মিলায়

জালে রছ বাদসার ঘরে ফিরোজ সাহা পয়দা হয় তাহার বয়ান ॥

পয়ার * বাদসার বেগম যদি রহিল হামেল ॥ দাই দাসী দেখি হইল খোসালিত দিল * খুসিতে হইয়া মত্ত আপনা অন্তরে ॥ স্ব খবর জানাইল বাদসার গোচরে * খবর শুনিয়া সাহা হইল উল্লাশ ॥ দিনে২ হামিল পুরিল দশ মাস * দশ মাস দশ দিন যখন পুরিল ॥ শুভক্ষণে পুত্র এক প্রসব করিল * রূপের প্রশংসা তার বলা নাহি যায় ॥ পুর্ণ শশধর যেছা ভুমিতে গরায় * দাসিগণ জানাইল বাদসাকে খবর ॥ বাদসা আলম্পানা শুনি হরিষ অন্তর * ততক্ষণ জাহাপানা আন্দরেতে গিয়া ॥ বহুত হইল খুসি বেটাকে দেখিয়া * বেটার খুসিতে সাহা কত কুটি ধন ॥ খয়রাত করিয়া দিল গরিব কারন * ফকির মিছকিন লোকে খয়রাত পাইয়া ॥ সকলে করেন দোওা হাত উঠাইয়া * তৎপরে জাহাপানা আনিয়া নজ্জুম ॥ তালেনামা দেখিবারে করিল হুকুম * নজ্জুম সকলে এই হুকুম পাইয়া ॥ কহিতে লাগিল এহা কেতাব দেখিয়া * বড় ভাগ্যবান লাড়কা হইল তোমার ॥ তামাম মুল্লুকের বাদসা হবে তাবেদার * ফিরোজ রাখিনু নাম কেতাব দেখিয়া ॥ রবি অধি পতি তার দয়াবান হিয়া * কন্যারাশি সমস বুরুজ হয় তার ॥ সমস ছেতারা থাকি মিজাজ তাহার * ইয়াদদস্ত হবে বড় যেহেন তাহার ॥ শুনিতে ইয়াদ হবে যত কারবার * কোন বাতে কোন মতে দোষ কিছু নাই ॥ এর মধ্যে এক দোষ দেখিবারে পাই * দ্বাদশ বৎসর যবে বয়েস হইবে ॥ ঘর হইতে বেটা তেরা নিকলিয়া যাবে * কোন এক রূপে সেই মন মজাইয়া ॥ দেখিবে খোদার সৃষ্টি ভ্রমন করিয়া * বাদসা শুনিয়া এহা কহে নজ্জুমেরে ॥ কি মতে হইবে ভাল কহ তুমি মোরে * নজ্জুম শুনিয়া তারে কহে এই ধারা ॥ ভাল হইবার কিছু নাহি দেখি চারা * যাহার নছিবে আল্লা লেখিয়াছে যাহা ॥ নেকি বদ্দি যাহা করে না খণ্ডিবে তাহা * শুনি সাহা খুসিতে গম- গিন হৈল ভারি ॥ নজ্জুম বিদায় করে দিয়া টাকা কৌড়ি * ছবর করিল [illegible] বেটার লাগিয়া ভাবে নিরাঞ্জন ॥ নছিবে লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন * বেটার লাগিয়া দিলে সদায় ভাবনা ॥ হিন রিয়াজদ্দিন কহে ভাবিয়া রাব্বানা *

বাদসা আপন বেটাকে পড়িবার ওস্তাদের কাছে দেয় তাহার বয়ান ॥

পয়ার * সদায় চিন্তিত সাহা বেটার লাগিয়া ॥ এইমত কত দিন যায় গুজরিয়া * পাচ বৎসরের জবে সাহাজাদা হইল ॥ ওস্তাদের কাছে তারে পড়িবারে দিল * ওস্তাদ ফাজিল বড় এলেমে কানুনে ॥ আকাশ পাতাল ভেদ গনিবারে জানে * আগেতে হইছে যাহা আর যাহা হবে ॥ সকল কহিতে পারে দেখিয়া কেতাবে * সংসারের মধ্যে আছে যত যাদু টোনা ॥ সকল আছিল সেই ওস্তাদের জানা * চোরের হেকমত যত জানিতে পারিত ॥ ছাপাইয়া নিজ দেহ দিনে সিন্দ দিত * ভোট কাছ নসিং মন্ত্র জানিতে তামাম ॥ বাকী নাহি ছিল কোন হেকমতের কাম * ভেরা বকরি হইতে পারে ভেশ বদলিয়া ॥ ভুলাইতে পারে সেই রমণী হইয়া * ভোজ রাজার জ্ঞান আর বাজিগরের বাজি ॥ সকল জানিত সেই ওস্তাদ মিয়াজি * কামেল ওস্তাদ পাইয়া তনয় বাদসার ॥ দিবানিশি বিদ্যা পাঠ করে আপনার * এক ঘড়ি নাহি থাকে লেখা পড়া বিনে ॥ শুক্ল পক্ষ শশী যেছা বাড়ে দিনে২ * এইমত কতদিন লেখে আর পড়ে ॥ শিখিল তামাম বিদ্যা হরিষ অন্তরে ওস্তাদ আপনা মনে বুঝিল এছাই ॥ আমি যেছা সাগরেদ মোর হইল তেছাই এইখানে এইকথা রাখিয়া বারণ ॥ বাদসার হাল কিছু শুন সর্ব্বজন * হিন রেয়াজুদ্দিন কহে জনাবে সবার ॥ আমাকে করিবে দোওা যত দিনদার *

বাদসা আপন বেটাকে ওস্তাদ সহ তলব করে তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী * জালেনুছ সাহাজাদা, দিলেতে ভাবিয়া খোদা, কহিলেন উজিরে ডাকিয়া ॥ আমার হুকুম লেহ, বেটাকে আনিয়া দেহ. দেখিয়া শীতল করি হিয়া * দিনু তারে পড়িবার, ঘরে নাহি আসে আর, থাকে সেই ওস্তাদের কাছে ॥ ওস্তাদ সহিতে তারে, আন মোর বরাবরে, দেখি তারা কোন হালে আছে * উজির শুনিয়া বাত, চলিলেন তৎক্ষনাৎ, ওস্তাদ আর সাহাজাদা যথা ॥ আউওয়াল আখেরে তার, কহে সব সমাচার, তল-বের যত ইতি কথা * তোমা দোহাকার তরে, বাদসা তলব করে, কহি-য়াছে হুজুরে যাইতে ॥ ফিরোজ শুনিয়া বাত, কহেন উজির সাত, আমি এখন না যাব বাড়িতে * তুমি এখন যাও গিয়া, আমার ওস্তাদ লিয়া, শেষে আমি বাড়িতে যাইব ॥ যার মনে যাহা আছে, জানা যাবে আগে পাছে, তুঝে আমি আর কি কহিব * একথা শুনিয়া পরে, উজির আইল ঘরে, সাহাজাদা সেখানে রহিল ॥ সাহাজাদা নেকজাত, ধরিয়া ওস্তাদের হাত, এইকথা কহিতে লাগিল * সোনহে ওস্তাদ মোর, কহি আমি মেহেরবানি যেই কথা মনেতে ঘোসনা ॥ আপনি মেহের সাত, রাখিলে আমার বাত,

পুরা হয় মনের বাসনা * আমা [illegible]হাকার তরে. বাদসা তলব করে, তার সাতে. করিবারে দেখা ॥ যখন যহির সেথা, পুছিবে আমার কথা, কেমন হইয়াছে পড়া লেখা * পুছে যদি এইবাত, কহিবে তাহার সাত, লেখা পড়া কিছু হইল নাই ॥ মুল্লুকে দেখিনু কত, তোমার বেটার মত, কম আক্কেল নাহি কোন ঠাই * এক কথা হাজার ভাগে, কহিবে বাদসার আগে, যে মতে পছন্দ হয় তার ॥ কথা যবে হবে পাকা, তোমাকে হাজার টাকা, দিব. আমি করিনু কারার * যদি আমার কথা লড়ে, তবে রোজ মহাসরে, হবে আমার নরকেতে বাস॥ ওস্তাদ শুনিয়া বলে, যেমত হুকুম দিলে, কব আমি করিয়া প্রকাশ * একথা কহিয়া দোহে, তখনি চলিল রাহে, পৌছি-লেন হুজুরে বাদসার ॥ বাদসা সেই ওস্তাদেরে, এইবাত জিজ্ঞাসা করে, হাল·চাল আপনা বেটার * ফরজন্দ সুপিনু তুজে, সেই কথা কহ মুঝে, লেখা পড়া কেমন হইল॥ ওস্তাদ শুনিয়া·বাত কহেন বাদসার সাত, কোন বিদ্যা শিখিতে নারিল * যতেক বুঝাই তারে, তাছির·নাহিক করে, কোন কথার না করে উত্তর ॥ ভালাবুরা নাহি কহে, ছির ঝুকাইয়া রহে, তোমার বেটা এমন বর্ব্বর * আমি নাদানের কাছে, কত মত বিদ্যা আছে, কোন বিদ্যা শিখিতে নারিল ॥ হিন রিয়াজুদ্দিন বলে, জাহাপানা গোস্বা দিলে, ফজিহত করিতে লাগিল *

বাদসা আলম্পানা বেটাকে ফজিহত করে তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী * জালেনুছ গোস্বা ভরে, কহেন বেটার তরে, শুন ওরে বেকুফ নাদান ॥ আমার সহর ছাড়ি, যাহ তুমি এইঘড়ি, নহে তোমার কাটিব গর্দ্দান আগে কর মালামত, তার পরে ফজিহত, তার পরে কহে শক্ত বাত ॥ এছা বেটা পয়দা হৈলি, বিদ্যা বুদ্ধি না শিখিলি, নিকলিয়া যাহরে কমজাত একথা বলিয়া পরে, ওস্তাদ বিদায় করে, টাকা পয়সা সব তারে দিয়া ॥ ওস্তাদ চলিল পথে, ফিরোজ চলিল সাতে, হাজার টাকা দিল বুঝাইয়া * ওস্তাদের হাতে ধরি, বহুত মিন্নতি করি, কহিতে লাগিল এ বচন॥ আপনি ওস্তাদ আমার খাতা, সকলে করিবে আতা, তরে আল্লা করিবে মোচন * জননীর করিয়া দোওা, দেশেতে হইল রোওা, সাহাজাদা আইল ঘরেতে॥ জননী পায় ধরি, বহুত কাগতি করি, কাতরেতে লাগিল কহিতে * শুনগো জননী তোমাকে কহিনু শুন, গোস্বা না রাখিবে মন, আমি আর না রব বাড়িতে॥ জননী শুনিয়া শেষ, ছাড়িয়া আপন দেশ, যাব আমি বিদেশ ফিরিতে * অভাগির নয়ন তারা বলে, হায়রে যাও কি কহিলে, ওরে বাছা দুঃখিনীর ধন॥ সাহাজাদা বলে মহি, যদি হও দেশ ছাড়া, রাখিব না আপনা জীবন *

বলিগো তোমার ঠাঁই, বাপে মোরে দেখিতে না পারে ॥ এ কারণে তুরো ফেলি, বিদেশে যাইব চলি, এই মোর বাসনা অন্তরে * একথা শুনিয়া মায়, কেন্দে বলে হায়২, শুন পুত্র রাখ মোর বানী ॥ তুমি যদি ছাড় দেশ, জহর খাইব শেষ, রাখিব না আমার প্রাণী * হিন রিয়াজুদ্দিন বলে, পুত্র সোগ যার দেলে, সেই সোগ পাসরা না যায় ॥ কলেজা সুরাখ হয়, দিলে বে-আরাম রয়, দিবানিশি করে হায়২ * পুত্র সোগে কত মায়, খানা পানি নাহি খায়, কান্দে সদা পাগলের ভেশে * পাথরেতে ছির ঠুকে, কেহ হাত মারে বুকে, কত মায় ফিরে দেশে দেশে *

ফিরোজ সাহাজাদা আপন ঘর হইতে নিকলিয়া যায় ও রাহায়ে
এক ছিপাইর সাতে মোলাকাত হয় ও আপন নাম চোর
পণ্ডিত বলিয়া প্রকাশ করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * মায়ে বলে সোন বাছা দুঃখিনীর ধন ॥ বিদেশ যাইতে তুমি না কর মনন * যদি বাছা যাও তুমি আমাকে ছাড়িয়া ॥ নিশ্চয় মরিব আমি জহর খাইয়া * ফিরোজ শুনিয়া বাত কহেন তখনি ॥ আমার আরজ এক শুনগো জননী * এদেশে থাকিতে মোর নাহি লয় চিত্তে ॥ তুমিত পারিবে মোরে ধরিয়া রাখিতে * হাত পাও বান্দিবারে পারে সর্ব্বজনে ॥ বল দেখি মন মোর বান্দিবে কেমনে * মায়ে বলে আমি তোরে যাইতে না দিব ॥ আমার কাছেতে তোরে হামেসা রাখিব * এতেক বলিয়া তারে লিয়া গেল ঘরে ॥ খানা পিনা খেলাইল হরিস অন্তরে * এইমতে কতদিন গুজারিয়া যায় ॥ বেটার ভাবনা যত পাসরিল মায় * একদিন সাহাজাদা রাত্র নিশি কালে ॥ আপনার ঘর হইতে নিকলিয়া চলে * রাতারাতি কত দেশ যায় ছাড়াইয়া ॥ রজনী প্রভাত হৈল কত দুর গিয়া * দুপ্রহর হইল বেলা আছমান উপরে ॥ হেনকালে দেখিলেন আপনা নজরে * চলিছে ছিপাই এক সাজন করিয়া ॥ একা এক তার কাছে পৌছিলেন গিয়া * পুছিল ফিরোজ সাহা ছিপাই গোচর ॥ কি নাম কোথায় যাবে কোন দেশে ঘর * ছিপাই কহিল মোর সাহাবদ্দি নাম ॥ চীনের মুল্লুক হয় আমার মোকাম * বিদেশ গিয়াছিনু করিতে রোজগার ॥ এখন বাড়িতে যাই শুন নামদার * ফিরোজ বলেন আমি তেরা দেশে যাব ॥ কেমন চীনের দেশ নজরে দেখিব * ছিপাই বলেন তবে খুব ভাল হয় ॥ রাহেতে চলিতে আর নাহি কিছু ভয় * ছিপাই বলেন সাহা কহ তেরা নাম ॥ কিবা নাম মাতা পিতা কোথায় মোকাম * ফিরোজ বলেন মোর ক্রেমানেতে ঘর ॥ জালেহুছ সাহা নামে পিতা হয় মোর * ফিরোজ আমার নাম শুনাই তোমাকে ॥ খিতাব করিয়া কেহ চোর

পণ্ডিত ডাকে * ছিপাই বলেন তোমার দুই নাম হয় ॥ চোর পণ্ডিত নাম শুনি মনে লাগে ভয় * ফিরোজ বলেন ভাই কোন ভয় নাই ॥ এক সাত হইয়া চল চীন দেশে যাই * এহা কৈয়া দোন জন রাহেতে চলিল ॥ পয়ার ছন্দেতে রিয়াজুদ্দিন বিরচিল *

ফিরোজ সাহা ঐ ছিপাই হইতে টাকা ছিনিয়া লয় তাহার বয়ান ॥

পয়ার ॥ ছিপাই ফিরোজ দোন চলে একসাতে ॥ হাসিতে খেলিতে দোন চলিল রাহেতে * সাহাজাদা ছিপাইকে পুছে আরবার ॥ কত টাকা লিয়া যাও করিয়া রোজগার * ছিপাই বলেন টাকা দুইশত হবে॥ ভাঙ্গিয়া কহিনু ভাই কারে নাহি কবে * ফিরোজ বলেন আমি কব কি লাগিয়া ॥ কি লাভ হইবে মোর একথা কহিয়া * কথায়২ দোন চলে একসাত ॥ তৎপরে সাহাজাদা কহে এইবাত * পেসাবের হাজত এখন হইল আমার আমার আরজ এক শুন নামদার * ধীরে২ আপনি চলিয়া জান আগে ॥ পেসাব করিয়া আমি আসি শেষ ভাগে * এ বলিয়া ছিপাইকে আগে পাঠাইল ॥ ফেরেব করিয়া সেই পাছেতে রহিল * ছিপাইর দিগেতে সাহা নজরে তাকায় ॥ দেখে সে ছিপাই আর দেখা নাহি যায় * ততক্ষণ জমিনেতে গড়াগড়ি দিয়া ॥ হইলেন বাঘ এক ভেশ বদলিয়া * হুঙ্কার মারিয়া বাঘ চলে মহাবেগে ॥ যাইয়া পৌছিল সেই ছিপাই নজদিগে * হাউ২ শব্দ করি কাছে হইল খাড়া ॥ ছিপাই দেখিয়া বাঘ হইল হুশহারা * বেহুশের মত হইয়া পড়িয়া রহিল ॥ টাকার তোড়া লিয়া বাঘ ভাগিয়া চলিল * কত দুর গিয়া বাঘ ভেশ বদলিয়া ॥ হইয়া মানুষ রূপ যায় রাহা দিয়া * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে জোড় করি কর ॥ অশুদ্ধ হইলে দোষ ক্ষমিবেন মোর *

ফিরোজ সাহার ঐ টাকা এক বাটপারে ছাপাইয়া রাখে ফিরোজ সাহা কৌশলে বাহির করে তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী * ছিপাইর সমাচার, হেথা না লিখিনু আর, শুন বলি চোর পণ্ডিতের কথা ॥ চোর পণ্ডিত তাড়াতাড়ি, রাহে চলে দৌড়াদৌড়ি, দেরি নাহি করে যথাতথা * এমতে চলিয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পায়, সামনে পানির এক ঝিল ॥ চোরপণ্ডিত টাকা লিয়া, সেখানে পৌছিল গিয়া, ঝিলের কাছে হইল দাখিল * তাহাতে দেখিতে পায়, সেই ঝিলের কিনারায়, এক মর্দ্দ ছিপ হাতে লিয়া ॥ বসি২ মৎশ্য ধরে, গেল তার বরাবরে, তার কাছে খাড়া হইল গিয়া * পুছিল তাহার ঠাই, কোন মৎশ্য ধর ভাই, বুঝাইয়া কহনা আমারে ॥ ছিপ আলা বলে ভাই, তাহার ঠিকানা নাই, বরসি মধ্যে কত মাছে ধরে * একথা শুনিয়া তার, চোর পণ্ডিত বাটপার, তার কাছে

কহিতে লাগিল ॥ গোছল করিব ভাই, কহিযে তোমার ঠাই, কাপড় মোর এখানে রহিল * টাকার তোড়া ছিল হাতে, রাখে কাপড়ের সাতে, আপনি গোছল করে জলে ॥ ছিপ আলা বাটপার, এহাল দেখিয়া তার, আপনার মনে২ বলে * এইমর্দ্দ বুঝি হেথা, রাখে কিছু মালমাত্তা, কাপড়ের নিচে ছাপাইয়া ॥ যবে সেই ডুব দিল, সেই কাপড় উঠাইল, দেখিলেন নজর করিয়া দেখিয়া টাকার তোড়া, মনে খুসি হইল বড়া, তখন এই বুদ্ধি ঠাহরিল ॥ ছিপ তার উঠাইয়া, তোড়ার মধ্যে লাগাইয়া, পুনর্ব্বার পানিতে ফেলিল * ফিরোজ্ঞ গোছল করি, উঠিলেন তাড়াতাড়ি, হাতে গিয়া ধরিল কাপড় ॥ দেখিলেন টাকা নাই, মুখ হইল কালি ছাই, মনে বড় হইল ফাফর * পুছিল তাহার ঠাই, টাকার তোড়া নাহি পাই, তুমি কিছু জান সমাচার ॥ এসে ছিল কোন চোরা, কেনিল টাকার তোড়া, জানিলে বাতাও হাল তার * ছিপ আলা শুনি বাত, কহেন তাহার সাত, বহুতর গোস্বা হইয়া মনে ॥ তোমার টাকা রইল কোথা, আমি মাছ ধরি হেথা, সেই কথা জানিব কেমনে * নিজে যদি চোর হয়, অন্য লোকে চোর কয়, এই কথা ভবেতে প্রচার ॥ চোর পণ্ডিত এহা শুনে, দিল বিচে ভেবে গুণে, তারে কিছু না কহিল আর * পুনর্ব্বার জলে গিয়া, জলের মধ্যে ডুব দিয়া, সুতে গিয়া তাহার ধরিল ॥ পাইয়া টাকার তোড়া, দেরি কিছু করে থোড়া, সেই তোড়া লইয়া উঠিল * তটেতে উঠিয়া পরে, কহে ছিপ আলার তরে, টাকা আর না পাইব ভাই ॥ নছিবে আছিল যাহা, রদ কে করিবে তাহা, খালি হাতে বাড়ি মধ্যে যাই * এতেক বলিয়া তারে, চলিল রাহের পরে, কত দেশ ছাড়াইয়া যায় ॥ তারপরে হইল যাহা, মন দিয়া শুন তাহা, পয়ারে লেখিয়া যাই তায় *

চোর পণ্ডিত এক কৃষকের বাড়িতে অতিথ হইয়া থাকে ছিপ আলা ঐ টাকা চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহার বয়ান ॥

পয়ার * চোরপণ্ডিত চলে রাহে মন হরষিতে ॥ দিবাগতে পৌছে এক কৃষক বাটিতে * বিনয় বচনে কহে কৃষকের ঠাই ॥ আপনার বাটিতে আমি থাকিবারে চাই * কৃষক শুনিয়া তারে কহেন তখন ॥ থাক মুছাফির মিয়া খুসি হইয়া মন * একথা কহিয়া তারে খানা খিলাইয়া ॥ ভিন্ন এক ঘরে তারে বাসা দিল নিয়া * চোর পণ্ডিত সেইঘরে যাইয়া পৌছিল ॥ পাইয়া পবিত্র সৈয্যা বড় খুসি হইল * তৎপরে কৃষকেরে কহে এইবাত ॥ আমার আরজ এক শুন নেকজাত * একখান থালি তুমি দেহ মোর হাতে ॥ কোন এক কাম আমি করিব তাহাতে * কৃষক তখন তারে থালি এনে দিল ॥ চোর পণ্ডিত সেই থাল পানিতে ভরিল * সেই যে থালের মধ্যে ছিকা

লাগাইয়া ॥ উপরে লটকায় তাহা হেকুমত করিয়া * সেই থালির বিচখানে রাখিলেন তোড়া ॥ পরিবে তামাম পানি লড়ে যদি খোড়া * চোরপণ্ডিত এইমত হেকমত করিয়া ॥ আপনি তাহার নিচে রহিল শুইয়া * কৃষকেরে জানাইল সব বিবরণ॥ আপনি তাহার নিচে করিল শয়ন * চোর পণ্ডিতের কথা রহিল এখানে ॥ ছিপ আলার কথা কিছু শুন সর্ব্বজনে * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে জনাবে সবার ॥ ভুল চুক মাফ দিবেন আমি কমিনার *

ছিপ আলা টাকা না পাইয়া আফছোছ করিয়া বাড়ীতে যায় ॥

পয়ার * ছিপ আলার কথা ভাই শুন মন দিয়া ॥ একে২ কহি আমি বয়ান করিয়া * যখন সে চোর পণ্ডিত তথা হইতে গেল ॥ ছিপআলা দেখি এছা বড় খুসি হইল * আপনার দেলে মর্দ্দ বুঝিল এছাই ॥ লইয়া টাকার তোড়া বাড়ী মধ্যে যাই * এ বলিয়া ছিপ সেই তটে উঠাইল ॥ ততক্ষণ খালি ছিপ দেখিতে পাইল * টাকা না পাইয়া সেই করে হায়২ ॥ কেমনেতে টাকা লিয়া ভাগিল চোরায় * ধন্য২ ধন্য তার আক্কেল উপর ॥ কেমনেতে নিল টাকা না জানি খবর * সাত পাচ ভেবে মনে চলিল উঠিয়া ॥ আপনার বাটি মধ্যে পৌছিলেন গিয়া * দেখিয়া পুছিল তারে তাহার রমণী মৎস না ধরিলে কেনে কহ দেখি শুনি * শুনিয়া সে মর্দ্দ বলে শুনগো প্রিয়সী॥ ঝিলেতে যাইয়া যবে মাছ ধরা বসি * হেনকালে একজন পৌছিল আসিয়া ॥ টাকার একতোড়া সেই হাতেতে লইয়া * গোছল করেন টাকা তটেতে রাখিয়া ॥ আমি সেই টাকা লিয়া রাখি ছাপাইয়া * বংসিতে গাথিয়া তোড়া রাখিলাম জলে ॥ নাহি জানি সেই টাকা নিল কোন কালে তাহার রমণী ধনি শুনি এইবাত ॥ গোস্বা হইয়া কহিতে লাগিল তার সাত * আক্কল থাকিতে যার কামে পরে চুক ॥ যেই শুনে সেই দেয় শত২ থুক * এতটাকা তোমার হাতে হইল কয়েদ ॥ কেমনে ছুটিল তাহা মনে রৈল্ল খেদ * তুমি আর এইক্ষণ না রহ বাড়ীতে ॥ শীঘ্র করি যাও তুমি তালাশ করিতে * যেইখানে পাও তারে সেই খানে গিয়া ॥ যেই মতে পার টাকা আন ছিনাইয়া * একথা শুনিল যদি সেই ছিপ আলা ॥ চোর ধরিবারে যায় হইয়া উতালা * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে পাচালি পয়ার ॥ মদন গঞ্জেতে হাল সাকিন যাহার *

ছিপ আলা ঐ টাকা ছিনিয়া আনে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * ছিপআলা চলিলেন রাহার উপর॥ কি করিবে কোথা যাবে ভাবে নিরন্তর * রাহাতে চলিয়া যায় না করে বিশ্রাম ॥ দিন গুজারিয়া গেল হইল নিমাসাম * চোরপণ্ডিত যেই বাড়ী অতিথ আছিল ॥ সেই যে

বাড়ীর কাছে যাইয়া পৌছিল * চোর পণ্ডিত শুইয়া ছিল চেরাগ জালিয়া ছিপ আলা গেল সেথা চেরাগ দেখিয়া * পাইয়া বেরার ফাইট চুপি তাতে দিল ॥ চোর পণ্ডিত শুইয়াছে দেখিতে পাইল * উপরে ছিকার মধ্যে দেখিলেন থাল ॥ বুঝিলেন এইখানে রাখিয়াছে মাল * কাটিয়া ঘরের কোনা প্রবেশিল ঘরে ॥ দেখিতে পাইল পানি থালের উপরে * চোর পণ্ডিত আছিলেন নিদ্রাতে বেভোর॥ উদ্দিশ নাপায় তার ঘরে গেল চোর সেই যে পানির মধ্যে রাখিয়াছে তোরা॥ নিচেতে শুইয়া আছে চোরপণ্ডিত চোরা * হেকমত দেখিয়া তার ভাবে মনে২ ॥ থাল হইতে এই পানি ফেলিব কেমনে * হেনকালে সেইখানে পাইল একনল॥ মনে২ বুঝিলেন পাইয়াছি কল * ততক্ষণ সেই নল ধরিলেন জলে ॥ মুখের দ্বারায় জল ফেলে. ভুমি তলে * তৎপরে সেই তোড়া হাতেতে লইয়া ॥ ছিপ আলা সেথা হইতে চলিল ভাগিয়া * আপনার ঘরে মর্দ্দ যাইয়া পৌছিল ॥ তাহার রমণী দেখি হাসিতে লাগিল * কেমনেতে এই টাকা আনিলে আপনি ॥ বয়ান করিয়া তাহা কহ দেখি শুনি * ছিপ আলা একে২ কহিলেন সব ॥ তাহার রমণী শুনি হইল তাজ্জব * হেনকালে পতি তার কহে এ বচন ॥ আজি নিশি থাকিতে হইবে জাগরণ * কি জানি সে চোর আসি টাকা লিয়া যায়॥ তবেত টাকার দাগ রবে কলেজায় * এতেক বলিয়া তারা স্বজাগ রহিল ॥ পয়ার ছন্দেতে রিয়াজুদ্দিন বিরচিল *

চোর পণ্ডিত স্বজাগ হইয়া টাকা না পাইয়া আফছোছ করে
ও সেই টাকা ছিনিয়া আনে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * এখানেতে চোর পণ্ডিত উঠিল জাগিয়া ॥ থালের মধ্যে টাকা নাই তাজ্জব দেখিয়া * কি করিবে কোথা যাবে ভাবে মনে২ ॥ কোন চোর নিল টাকা জানিব কেমনে * এতেক ভাবিয়া মনে হাতে লিয়া খরি গনিয়া আপন মনে দেখে ঠিক করি * ধিয়ান করিয়া শেষে জানিতে পাইল ছিপ আলা এই টাকা চুরি করি নিল * ততক্ষণ ঘর হইতে চলে নিকলিয়া দেখিল তামাম বাড়ী তালাস করিয়া * কত বস্তি কত গাও তালাশ করিল ছিপ আলার বাড়ী শেষে যাইয়া পৌছিল * ছিপ আলা ঘরে আর তাহার রমণী ॥ বসিয়া২ তারা পোহায় রজনী * সেই যে টাকার তোড়া রাখিয়াছে হাতে॥ কথা বাত্রা কহে তারা বসি একসাতে * আওরত মরদ তারা কেহ নাহি সোয়॥ হাত হইতে টাকার তোড়া কোথায় না থোয় * তাদের ঘরেতে এক আছিল সন্তান॥ নিদ্রা হইতে জাগে সেই হইয়া পেরেসান * কহিতে

লাগিল তার মাতাকে ডাকিয়া ॥ পেসাব করিব আমি বাহিরেতে গিয়া * ছিপ আলা শুনি এহা কহে রমণীরে॥ শিশুকে লইয়া তুমি না যাও বাহিরে কিবা জানি চোর পণ্ডিত এখানে আসিয়া ॥ টাকা লিয়া যায় ফের ঘরেতে সান্দিয়া * তবেত আফছোছ রবে দেলের ভিতর ॥ একারণে মানা করি ছাড়িবারে ঘর * শুনিয়া রমণী তার কহে গোস্বা ভরে ॥ চোরের ডরেতে বুঝি বৈসে রব ঘরে * এতেক বলিয়া শিশু কোলেতে লইয়া ॥ পেসাব করায় তারে বাহিরে আনিয়া * চোর পণ্ডিত দেখি এহা আপনা নজরে ॥ তখন ধরিল গিয়া শিশুর কোমরে * কোমরে ধরিয়া তারে লিয়া দৌড়দিল বিপদ বুঝিয়া শিশু চিৎকার মারিল * দেখিয়া শিশুর হাল জননী তাহার বাঘেনিল বলি এক মারিল চিৎকার * ছিপ আলা দেখি এহা বাহিরে আইল শিশুর উদ্দিশে দোন দৌড়িয়া চলিল * এখানেতে চোর পণ্ডিত ঘরে তার গিয়া ॥ লইয়া টাকার তোড়া চলিল ভাগিয়া * শিশুকে লইয়া তারা আইলেন ঘরে॥ টাকা না পাইয়া তারা হায়২ করে * ছিপ আলা বলে সে চোরের এই কাম॥ ধোকা দিয়া নিল টাকা নিমক হারাম * আফছোছ করিয়া তারা ঘরেতে রহিল ॥ চোর পণ্ডিত খুসি হইয়া রাহেতে চলিল * হিন রিয়াজুদ্দিন এহা কাতরেতে বলে ॥ আমাকে করিবে দোওা পাঠক সকলে *

চোর পণ্ডিত চুরি করিয়া বিবাহ করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * এখানেতে চোর পণ্ডিত যায় রাহা দিয়া ॥ আপনা দিলেতে খুব হিম্মত করিয়া * দুপ্রহর হইল বেলা আছমান উপরে ॥ হেনকালে দেখিলেন আপনা নজরে * বহুত লোকের ভির দেখিবারে পায়॥ একাএক সাহাজাদা সেইখানে যায় * এক লোকে ডাকিয়া পুছিল সমাচার॥ কোথা যাবে এই লোক বটে কোথাকার * রাহি লোক কহিলেন আমরা বৈরাতি চলন লইয়া যাই জামাইর সঙ্গতি * ফলানা বাদসার বেটা নাম যে ফলানা বিবাহ করিতে যায় করিয়া সাজনা * একথা কহিয়া ফের পুছেন সাহারে আপনার কিবা নাম জাবে কোথাকারে * সাহাজাদা কহিলেন ভুতা মোর নাম ॥ ক্রেমান সহরে হয় আমার মোকাম * এই কথা সাহাজাদা কহিল যখন ॥ আপনার ভেশ কৈল পাগল লক্ষণ * গাএর পোসাগ তার নাহি ছিল ভাল ॥ ধুলা বালি লাগিয়া কাপড় ছিল কাল * একজন কহে তারে ওহে ভুতা গাজি॥ ঘোড়ার লাগাম ধরি চল তুমি আজি * ভুতা বলে পারি আমি করিতে এ কাম ॥ এ বলিয়া ধরিলেন ঘোড়ার লাগাম * কত দুর পথে২ চলিল এছাই ॥ হেনকালে এই কথা কহেন জামাই * পায়খানার হাজত এখন হইয়াছে মোর॥ উতারিয়া দেহ মোরে এই জাগা পর * শুনিয়া

তাহার তরে উতারিয়া দিল ॥ পায়খানার হাজতে জামাই ময়দানে চলিল
ভুতাকে দিলেন সেই দামাদের পাছে ॥ তুমি গিয়া নেঘাবানি কর তাহার
কাছে * একথা শুনিয়া ভুতা পাছে চলে তার ॥ পানির এক লোটা লিয়া
হাতে আপনার * জামাই দেখিয়া তারে কহেন এছাই ॥ আমার পোসাগ
রাখ দিহু তেরা ঠাই * এবলিয়া পোসাগ তার তামাম খুলিল ॥ ভুতার
কাছেতে তাহা রাখিবারে দিল * ভুতা সে পোসাগ লিয়া গাএতে পরিল
জামাইর মতন ভেশ আপনা করিল * লস্করের বিচে গিয়া হইল উপস্থিত
ঘোড়াতে ছাওয়ার হইল যাইয়া তুরিত * সকলে দেখিয়া তারে পুছিতে
লাগিল ॥ তোমার সাতের ভুতা সেই কোথায় রহিল * জামাই ভুতা বলে
সেই আসিতেছে পাছে ॥ পেসাব করিবে সেই দেরি কিছু আছে *
তাহার লাগিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ হটাৎ চালাও ঘোড়া দেরী কি
কারণ * জামাইর সাতেতে যত আছিল লস্কর ॥ বুঝিতে নারিল কেহ
ভুতার মক্কর * আসল জামাই তারা পথেতে রাখিয়া ॥ শ্বশুর বাড়িতে
গেল ভুতা জামাই লিয়া * যাইয়া দেখিল জমা বহুত লস্কর ॥ কাজি মুফতি
মৌলবী মাওলানা বহুতর * চতুর পাসে বসি আছে যত খাছ আম ॥
ভুতা গিয়া জানাইল সবাকে ছালাম * জামাইর শ্বশুর যেই বাদসা নামদার
জামাইকে বসাইল করিয়া পিয়ার * তৎপরে উকিল সাক্ষি দিল পাঠাইয়া
আইন মাফিক সাদি দিল পড়াইয়া * মজলিসেতে বসাছিল যত নেকজাত
সকলে মাঙ্গেন দোওা উঠাইয়া হাত * তৎপরে ভুতা জামাই ভেশ বদলিয়া
বসিল মজলিস পরে খুসিতে ভরিয়া * জামাইর সাতেতে যত লোকজন
ছিল ॥ জামাইকে দেখিয়া সবে চিনিতে পারিল * এক জনে জিজ্ঞাসা
করিল তার ঠাই ॥ তুমি যে করিলা বিয়া কোথা সে জামাই * শুনিয়া
সে ভুতা গাজি সন্দেহ নাহি করে ॥ ছির ঝুকাইয়া সেই রহিলেন ডরে *
বাদসার কাছেতে কেহ কহিলেন গিয়া ॥ আপনার বেটি দিলেন কার
কাছে বিয়া * বাদসা শুনিয়া বাত হইল তাজ্জব ॥ এই কি বিষম কথা
বড় অসম্ভব * আপনি চলিল সাহা দামান্দ দেখিতে ॥ ভুতাকে দেখিয়া
সাহা রহিল হয়রতে * ভুতার কাছেতে সাহা পুছিতে লাগিল ॥ কহ মিয়া
বাড়ি কোথা ঠিক করি বল * ভুতা বলে বাড়ি মোর সহর ক্রেমান ॥
জালেহুছ সাহা পিতা মোর মেহেরবান * পুছে সাহা এথা তুমি কেমনে
আইলে ॥ চুরি করি বিভা তুমি কেমনে করিলে * ভুতা বলে যত কিছু
কুদরত আল্লার ॥ এখানে করিতে বিয়া শক্তি কি আমার * হিন রিয়া-
জুদ্দিন বলে ঠিক এই কথা ॥ নহে কি ভুতায় হয় বাদসার জামতা *

চোর পণ্ডিত তাহার ভায়রার সাতে তকরার করে তাহার বয়ান ॥
পয়ার ছন্দ * ফিরোজের ভায়রা এক সেইখানে ছিল ॥ ফিরোজেরে এই কথা পুছিতে লাগিল * কোথায় নিবাস তেরা কিবা তেরা নাম ॥ চুরি করি কেমনে করিলে সাদি কাম * ফিরোজ বলেন আমার নাম হয় ভুতা একথা শুনিয়া তারে মারে কিল গুতা * কেমনে করিলি বিয়া ওরে জুয়াচোর ॥ চুরি করি বিয়া কর এত বড় জোর * দাগাবাজি কাম কর কমজাত বেপির ॥ পয়জার মারিয়া তেরা উড়াইব ছির * ফিরোজ বলেন তুমি বক কেন এত ॥ তোমার মত লোক গনি পসমের মত * ফিরোজের ভায়রা বলে হইয়া অতি রাগ ॥ চোর হইয়া কর তুমি এতেক দেমাগ * ভুতা বলে আমি যদি করিলাম চুরি ॥ তোমাকে দেখাব আমি এহার চাতুরি * তোমার বসতি হয় আজম সহর ॥ যাদু জোরে জানি আমি তামাম খবর * তথাকার বাদসা তুমি জানিতে যে পারি ॥ ঘরেতে বহিন তোমার পরম সুন্দরী * রূপের রূপসী বিবী লজ্জাবতী নাম ॥ চুরি করি তাহাকে করিব সাদি কাম * চোর পণ্ডিত নাম মোর ওরফেতে ভুতা ॥ আমাকে চিনিবে জবে গালে খাবি জুতা * আর এক নাম মোর ফিরোজ বলিয়া ॥ দোন কান লাল তোমার করিব মলিয়া * ফিরোজের ভায়রা যদি এ কথা শুনিল ॥ আগুন সমান সেই গর্জ্জিয়া উঠিল * ভুতার ভায়রার নাম বাদসা মুজাফর এ কথা শুনিয়া সেই কাপে থরে থর * বকাবকি দোন জনে করে গালাগালি ॥ কোমর কাছিয়া পরে লাগে কিলাকিলি * আসে পাসে লোক যত এহাল দেখিয়া ॥ দোন জনে ধরি তারা ছাড়ায় আসিয়া * দোহারি শ্বশুর যেই বাদসা নামদার ॥ নিকটেতে আইল শুনিয়া সোর সার * কহিতে লাগিল এহা দোহাকার তরে ॥ নেগাহ করিয়া দেখ তকদিরের পরে * যাহার নছিবে আল্লা লিখিয়াছে যাহা ॥ নেকি বদি যাহা করে না খণ্ডিবে তাহা * নহে কি আমার বেটি করে সাদি কাম ॥ আল্লার ভরসা আর তকদিরের আঞ্জাম * এহাতে তোমরা কিছু না কহিবা আর ॥ বেটির নছিবে লেখা ছিল এপ্রকার * একথা শুনিয়া সেই বাদসা মুজাফর ॥ শ্বশুরের কাছে কহে জুড়ে দোন কর * বাদসা হইয়া আপে কাজ করেন ভুল ॥ চোর চোট্টা বাটপারের হন অনুকুল * এমন শ্বশুর বাড়ী থাকা নাহি চাই ॥ আমাকে বিদায় দেন ঘরে চলি যাই * চোরা জামাই লিয়া আপে থাকেন খুব খুসি ঝগড়া করিয়া কেন হই আমি দুষি * একথা শুনিয়া সেই চোরপণ্ডিত কয় তোমার বহিন চুরি করিব নিশ্চয় * যদি আমি এইকাম করিতে না পারি চোর পণ্ডিত নাম তবে বৃথা আমি ধরি * মুজাফর এই কথা শুনিয়া তাহার

আপনার দেশে সেই হইল রাহাদার * কত দিনে পৌছে গিয়া আপনার ঘরে ॥ হিন রিয়াজুদ্দিন কহে রচিয়া পয়ারে *

চোর পণ্ডিত আজম সহরে যায় ও এক মাঝির সাতে চাতুরি করে ॥

পয়ার * বাদসা মুজাফর যদি নিজ দেশে গেল ॥ শ্বশুর বাড়িতে হেথা ফিরোজ রহিল * আপনা বিবীর সাতে করে মিলামিল ॥ কোন বাতে গম নাই আনন্দিত দিল * এইমতে কতদিন যায় গুজারিয়া ॥ তৎপরে কি হৈল শুন মন দিয়া * একদিন সাহাজাদা ভাবিয়া অন্তরে ॥ আরজ করিয়া কহে শ্বশুর হুজুরে * আমার আরজ এক শুন আলম্পানা ॥ আজম সহরে যাব মনেতে বাসনা * আপনি হুকুম দিলে ভাল খুব হয় ॥ বেগর হুকুমে যাওয়া মনাছিব নয় * বাদসা শুনিয়া এহা কহে ফিরোজেরে ॥ কি লাগিয়া যাবে তুমি আজম সহরে * ফিরোজ কহেন তারে কহিয়াছি আমি ॥ তাহাকে দেখাব আমি আপনা মর্দ্দমি * একথা শুনিয়া তারে কহে আলম্পানা ॥ আজমে যাইতে আমি করি তুঝে মানা * ফিরোজ শুনিয়া এহা কিছু নাহি কহে ॥ নিরব হইয়া এছা কত দিন রহে * আপনা মনের ভেদ নাহি কহে কারে ॥ চুপে২ একদিন চলে রাহাপরে * কারে কিছু না কহিয়া চলে নিকলিয়া ॥ কতদিন বাদে এক পাইল দরিয়া * দরিয়ার কুলে বসি ভাবে মনে২ নাও কিস্তি ভুরা নাই তরিব কেমনে * চোর পণ্ডিত এই মতে ভাবিতে আছিল ॥ হেনকালে খেওা ঘাট দেখিতে পাইল * জয়ধর নামেতে মাঝি আছিল তথায় ॥ ইস্তক ভরিয়া তারা খেওা দিয়া খায় * জয়ধরের পুত্র এক নৌকাতে আছিল ॥ নৌকা আনিয়া সেই ঘাটে লাগাইল * সে পারেতে বাপ তার ভাত পাক করে ॥ এ কারণে বেটা তার ছিল নৌকা পরে * ফিরোজ যাইয়া তার উঠিলেন নায় ॥ হেনকালে মাঝি তার খেওার পয়সা চায় * ফিরোজ বলেন দিব ও পারেতে গিয়া ॥ তুরিত চালাও নৌকা দেরি কি লাগিয়া * ও পারেতে গিয়া নৌকা যখন লাগিল ॥ জেবে হাত দিয়া এক কানা কৌড়ি দিল * ডাক দিয়া মাঝির বেটা কহেন মাঝিরে ॥ এক কানা কৌড়ি বেটায় দিলেন আমারে * মাঝি শুনিয়া তারে কহেন এছাই জনপ্রতি একপন কৌড়ি মোরা পাই * তারমধ্যে এককৌড়ি দিছে বেটায় কানা ॥ তরায় লইয়া আস দেরি করিবা না * তখন মাঝির বেটায় কৌড়ি নিয়া দিল ॥ মাঝি দেখিয়া তারে পুছিতে লাগিল * এককড়া কৌড়ি তুমি আন কি কারণ ॥ শুনিয়া মাঝির বেটা কহেন তখন * তোমার কথায় আমি আনি এক কৌড়ি ॥ কানা কৌড়ি দিয়া বেটায় গেল দৌড়াদৌড়ি * একথা শুনিয়া তারে কহিলেন মাঝি ॥ দিনেতে আসিয়া বেটায় করে দাগাবাজি

আমি বলি পন মধ্যে এক কৌড়ি কানা ॥ বুঝিতে না পারি কিছু মক্কর বাহানা * ফেরেব দেখিয়া তারা বাপ বেটা দোহে ॥ আফছোছ করিয়া মনে হেট ছিরে রহে * রিয়াজুদ্দিন বলে আমি ফিরি কত ঠাই ॥ এইমত সট আমি কভু দেখি নাই * দিনেতে আসিয়া বেটায় করে গেল চুরি ॥ ছামনেতে করে জানি কতেক চাতুরি *

চোর পণ্ডিত এক কাপড়িয়ার সাতে চাতুরি করে তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী * এখানে ফিরোজ সাহা, চলিল আজম রাহা, কতদুর যায় নিকলিয়া বস্তি২ গায়২, হামেসা চলিয়া যায়, রাহা পরে এলাহী ভাবিয়া * এক কৃষকের বাড়ী, দেখিলেন সারি২, কদলির গাছ বহুতর ॥ সপরিকলার ঘারা এক, পাকিয়া যে আছিলেক, সেই কলা করে গিয়া দর * কৃষক দেখিয়া তায়, এক টাকা দাম চায়, সাহাজাদা দিলেন তখন ॥ সেই কলা লিয়া স্থিরে, চলিলেন ধীরে২, ময়দানেতে করিল গমন * ময়দানে রাখাল যত, খেলা করে নানামত, লাঠি দিয়া মারে তারা ছেল ॥ কলার ঘারা লিয়া মাথে, চলে সাহা সেই পথে, একা এক সেই খানে গেল * রাখালেরা দেখে তায়, হেসে২ কাছে যায়, কহে মিঞা কলা দেহ খাই ॥ ফিরোজ শুনিয়া বাত, কহেন তাদের সাত, তোমাদেরে কলা দিব নাই * কহেন রাখাল সবে, কলা কেন নাহি দিবে, কলা মোরা ছিনিয়া লইব ॥ কলা নাহি দিলে মুঝে, মারিতে২ তুঝে, একেবারে বেহুশ করিব * ফিরোজ শুনিয়া তবে, কহেন রাখাল সবে, কলা আমি খিলাব সকল ॥ বাপ যদি বল মোরে, কলা দিব সবাকারে, শুনি তারা হাসে খল২ * রাখাল সকলে বলে, কলা খাব এই ছলে, এস মোরা বাপ ডাকি তারে ॥ আমাদেরে কলা দিবে, তাতে বাপ না হইবে, কলা খাব হরিষ অন্তরে * রাখাল সকলে মিলে, যুক্তি করে দেলে২, বাপ বলি ডাকিতে লাগিল ॥ কহে ওগো বাবাজান, কলা তুমি কর দান, কলা খাইতে খাহেস হৈল * ফিরোজ শুনিয়া বাত, কলা দেয় হাতেহাত, খায় সবে খুসি হৈয়া মনে ॥ কলা সবে মুখে দিয়া, দোন হাতে তালি দিয়া, আনন্দিতে নাচে জনে২ * এইমতে কলা খায়, বাপ বলে ডাকে তায়, কলা আছে সবাকার হাতে ॥ ফিরোজের পাছে২, সকলেতে চলিয়াছে, কলা খাইয়া নাচিতে কুদিতে * এ মতে চলিয়া যায়, নজরে দেখিতে পায়, বড় এক আজিম বাজার ॥ রাখাল সকলে লিয়া, বাজার ভিতরে গিয়া, বসে এক দোকান মাঝার * কাপড়ের দোকান পরে, বসিলেন সাহা বরে, দোকানিকে কহে এই বাত ॥ রেসম পসম থোড়া, কাপড় কয়েক জোড়া, কত খানা চাই সাল বানাত * রাজা পাইর সাড়ি আর, চাই আমি জরিদার, আর চাই সাড়ি

বানারসি ॥ সালু নিল জামদানি, গান পাইর কত কানি, আর চাই চুন্নরী ফারসী * দোকানি বলেন ভাই, যাহা চাহ দিব তাই, সব কাপড় আছে মোর ঘরে ॥ একথা বলিয়া পরে, কাপড় বাহির করে, দেখাইতে লাগে থরে২ * দোকানি দেখায় যাহা, পছন্দ হইল তাহা, দোকানিকে কহেন তখন ॥ একে২ দাম দর, একুনে হিসাব কর, টাকা দেই গনিয়া এখন * ফিরোজ সাহার কাছে, সকল রাখাল আছে, বসিয়াছে দোকান উপুর ॥ বাপ বলি ডাকে তায়, কেহ সেই কলা খায়, কেহ সেই দেখেন কাপড় * দোকানি কহেন ভাই, পুছি যে তোমার ঠাই, ছেলেদেরা কি হয় তোমার ফিরোজ বলেন ভাই, পুছিলে কহন চাই, এইসব ফরজন্দ আমার * একথা কহিয়া পরে, কহে দোকানির তরে, টাকা মোর আছে নৌকা পরে ॥ এসব ফরজন্দ মেরা, দোকানে রহিল তেরা, যাই আমি টাকা আনিবারে * কত টাকা হইয়াছে, কহনা আমার কাছে, সেইকথা করিয়া প্রকাশ ॥ দোকানি কহেন ভাই, কহি যে তোমার ঠাই, টাকা দিবা একশও পঞ্চাশ * হিসাব শুনিয়া ফের, গাটটি লিয়া কাপড়ের, সাহাজাদা হইল বিদায় ॥ দুপ্রহর গত হইল, ফিরে আর না আইল, রাখালেরা বাড়ীর মধ্যে যায় * দোকানী দেখিয়া তাহা, তাহাদেরে বলে এহা, কোথা গেল বাপ তোমাদের ॥ রাখালেরা শুনি বাত, কহে দোকানির সাত, কেটা জানে বাড়ী কোথা এর * মোরা তার কলা খাই, বাপ ডাকিয়াছে তাই, এখন ফুরাইয়া গেছে কলা ॥ কার বাপ হয় কেটা, কেবা কার হয় বেটা, এখন ডাকিতে হবে শালা * আমরা রাখাল জাত, চলি ফিরি একসাত, আমাদেরে ডরায় সয়তান ॥ সয়তান না আসে ডরে, লাঠি দিয়া মার্গ পরে, দেখাইয়া দেই পরীস্থান * দোকানি একাত শুনি, মনেতে প্রমাদ গুনি, তাহাদেরে কিছু নাহি কহে ॥ আপনি করিছি চুক, কার কাছে কহি দুঃখ, এহা ভাবি হেট ছিরে রহে * হিন রিয়াজুদ্দিন বলে, নাহি দেখি ভুমণ্ডলে, চোরের এমন বাহাদুরি ॥ বাহানা ফেরেব কিয়া, টাকা পয়সা নাহি দিয়া, দিনেতে করিয়া গেল চুরি

চোর পণ্ডিত আজম সহরে গিয়া বাদসা মুজাফর ও তাহার উজিরকে চিঠি দিয়া হুসিয়ার করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * এখানেতে সাহাজাদা যায় নিকলিয়া ॥ লোকের কাছে জিজ্ঞাসিল কতদুর গিয়া * কিনাম দেশের এই বাদসা কেবা হয় ॥ শুনিয়া সকল লোকে এই কথা কয় * এই সহরের নাম আজম সহর ॥ সহরের মালিক হয় বাদসা মুজাফর * এথা হৈতে দুই কোস দুর বাদসার বাড়ী ॥ গিয়া দেখে দালান কত কোঠা সারি২ * ফিরোজ শুনিয়া বড় খুসি হইল মনে ॥

মনে ভাবে কোন কাম করিব কেমনে * ইতি-মধ্যে মনে২ ভাবনা করিয়া॥ লেখিতে লাগিল চিঠি কলম ধরিয়া * কাগজ আছিল সাতে খণ্ড২ করে॥ বহুতর চিঠি তাতে লেখে থরে২ * চিঠি বিচে এবারত লেখিল এছাই॥ শুন মুজাফর সাহা তোমাকে জানাই * চোরপণ্ডিত তেরা দেশে পৌছিল আসিয়া॥ হুসিয়ার গাফেলীতে না থাক বসিয়া * সাবধান কর তোমার যত লোকজন॥ আমার ধোকাতে যেন না পরে কখন * আমার যতেক কাম সব দাগাদারী॥ একারণে চিঠি দিয়া হুসিয়ার করি * এই মত এবারত চিঠিতে লেখিয়া॥ গাছে২ কত চিঠি দিল লটকাইয়া * কত চিঠি বিতরন কৈল পথে ঘাটে॥ নদীর কিনারে আর কত রাস্তা মাঠে * চিঠিপত্র পাইয়া লোকে হাটে আর পড়ে॥ দেখিয়া চিঠির লেখা কাঁপে থরে২ * কেহ২ বাদসাকে খবর দিল গিয়া॥ আজাএব চিঠি কত রাহেতে পড়িয়া * কে জানি লেখিল চিঠি বুঝিতে না পারি॥ চোর পণ্ডিত নাম তার করিয়াছে জারি * বাদসা বলে দেখি চিঠি দেহ মোর হাতে॥ পড়িয়া দেখিব আমি কি লিখেছে তাতে * ততক্ষণ সেই চিঠি সাহার হাতে দিল॥ চিঠি পড়িয়া সাহা মালুম করিল * শ্বশুর বাড়ী জার সাতে ঝগড়া আমার॥ আসিয়া পৌছিল বুঝি সেই বাটপার * একারণে চিঠি দিয়া হুসিয়ার করে॥ কাঁপিতে লাগিল সাহা চোর পণ্ডিতের ডরে * উজির নাজির যত ছিল আপনার॥ সবাকারে জানাইল এই সমাচার * আপনা আপনি সবে হুসিয়ার রবে॥ নাহি জানি চোর পণ্ডিত দাগা দেয় কবে * সহরে বাজারে লোক হইল সাবধান॥ পথে ঘাটে কত শত রাখে নেঘাবান * এই মতে কত দিন যায় গুজারিয়া॥ তৎপরে কি হইল শুন মন দিয়া * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে এছলামী ভাষায়॥ দোওা করিবেন সবে রহিছু আশায় *

চোর পণ্ডিত এক পোদ্দারের সাতে চাতুরি করে তাহার বয়ান॥

পয়ার * এখানেতে চোর পণ্ডিত কোন কাম করে॥ তাহার বয়ান কহি সবার গোচরে * আজম সহর বিচে হাটিয়া বেড়ায়॥ কোন খানে কি করিবে ভাবে সে উপায় * আচানক বুদ্ধি এক মনেতে করিল॥ সহরের মধ্যে দিয়া কান্দিয়া চলিল * কান্দিতে দেখিয়া লোকে পুছে বিবরণ॥ কিহে মিঞা কান্দ তুমি কিসের কারণ * কারে কিছু নাহি কহে কান্দে উভরায়॥ পোদ্দার দোকানে এক পৌছিল তরায় * পোদ্দার দেখিয়া তারে পুছে সুযতনে॥ কি লাগিয়া কান্দ তুমি সজল নয়নে * চোর পণ্ডিত বলে মোর টাকা নিল চোরে॥ এ কারণে কান্দি আমি সহরে২ * পোদ্দার কহেন আপনি সেই কেমনেতে নিল॥ চোর পণ্ডিত শুনি তারে কহিতে লাগিল * আপনি

টাকার তোড়া রাখ এইখানে ॥ তবে দেখাইতে পারি নিলেন কেমনে * তখন পোদ্দার এক তোড়া সেথা আনে ॥ কহিতে লাগিল তোড়া রাখিয়া ছামনে * এই দেখ তোড়া আমি রাখিয়াছি ভাই ॥ কেমনেতে নিল তাহা দেখিবারে চাই * চোর পণ্ডিত গিয়া তখন ধরিলেন তোড়া ॥ পোদ্দারের তরে কহে চেয়ে দেখ থোড়া * এইমতে টাকা মোর চোরে নিয়াছিল ॥ একথা কহিয়া তোড়া লিয়া দৌড় দিল * পোদ্দার দেখিয়া এহা চাহিয়া ভহিল ॥ আমার সাতেতে বুঝি মস্কারি করিল * এতেক ভাবিয়া মনে ঘড়ি দেখ যায় ॥ তোড়া নিয়া ফিরে নাহি আইল চোরায় * শেষে গিয়া বিচারিল কেকে২ ॥ না পাইয়া চোর তারে জানিল পরকে * সহরেতে এইকথা হইয়া রাস্ন জারি ॥ এক চোরে আসিয়া দিনেতে কৈল চুরি * যেই শুনে সেই লোকে করে হায়২ ॥ এমন তাজ্জব কথা না শুনি কোথায় * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে শুন সবে ভাই ॥ চোরের বাড়িতে দালান কভু উঠে নাই * ফেরে উনা ফেরে ভুনা ফের করিয়া খায় ॥ এক ফেরে আনে মাল তিন ফেরে যায়

চোর পণ্ডিত এক হালওাইয়ের সাতে চাতুরি করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * পোদ্দার দোকানের টাকা চুরি করে নিয়া ॥ তৎপরে কি করিল শুন মন দিয়া * রাহা দিয়া হাটে আর ভাবে মনে২ ॥ যাইয়া পৌছিল এক হালওয়াই দোকানে * হালওয়াই দোকানে সব ছিল ভরা পুর ॥ জিলাফি পানতাওা খাজা লাডডু মতি চুর * হালওয়াই ছিল সেই ভাত পাকাইতে ॥ হালওয়াইর বেটা ছিল দোকান বিচেতে * চোরপণ্ডিত গিয়া সেই দোকান মাঝার ॥ খাইতে লাগিল মিঠাই হাতে আপনার * দেখিয়া হালওয়াইর বেটা লাগিল কহিতে ॥ না কহিয়া মিঠাই তুমি খাইলে কিমতে কোথায় নিবাস তেরা কিবা তেরা নাম ॥ কেমনে মিঠাই খাও নাহি দিয়া দাম * ফিরোজ কহেন আমার নাম হয় মাছি ॥ সকল দোকানের আমি মিঠাই খাইয়া বাচি * হালওয়াইর বেটা যবে এ কথা শুনিল ॥ তাহার বাপের কাছে যাইয়া কহিল * মাছি এ মিঠাই খায় দেখনা আসিয়া ॥ হালওয়াই শুনি এহা হয়রান হাসিয়া * মিঠাই মধ্যে বসা থাকে মাছি এক পোকা ॥ কেমনে মিঠাই খায় ওরে বেটা বোকা * হালওয়াইর বেটা যবে একথা শুনিল ॥ সির ঝুকাইয়া সেই বসিয়া রহিল * তৎপরে হালওয়াই ভাত পাক করি ॥ দোকানেতে আসিয়া পৌছিল তাড়াতাড়ি * দেখিলেন থাঞ্চা সব আধা২ খালি ॥ এর মধ্যে ভরা খালি আছে এক থালি * হালওয়াই জিজ্ঞাসিল বেটাকে ডাকিয়া ॥ এত মিঠাই কি হইল কহ বুঝাইয়া

হালওয়াইর বেটা বলে মাছিএ খাইয়াছে ॥ সেইসমে কহিয়াছি আপনার কাছে * হালওয়াই বলে সেই কেচ্ছা সমাচার ॥ সেই কোন মাছি বটে কেমন আকার * হালওয়াইর বেটা বলে মাছি কবু নয় ॥ মানুষে খাইয়াছে মিঠাই কহিনু নিশ্চয় * কে তুমি মিঠাই খাও পুছি তার পাস ॥ মাছি বলি নাম তার করিল প্রকাশ * ততক্ষণ সেই কথা তোমাকে জানাই ॥ দিলেতে ভাবিয়া দেখ মোর দোষ নাই * হালওয়াই শুনি এহা হইল চমৎকার ॥ কোথা হইতে আইল এমন বাটপার * শুনিয়াছি চোরপণ্ডিত আসিয়াছে দেশে ॥ মিঠাই খাইয়া সেই গেল চোরের ভেশে * পোদ্দার দোকানে টাকা করিয়াছে চুরি ॥ আজিকা আমার সাতে করিল চাতুরি * নাহি জানি চোরে করে কোন দসা ॥ শেষেতে করিল মনে এলাহী ভরসা হিন রিয়াজুদ্দিন কহে জনাবে সবার ॥ গুনিগণে অপরাধ ক্ষমিবে আমার

চোর পণ্ডিত জামাই ভেশে উজিরের বাড়িতে উপস্থিত হয় ॥

পঞ্চপদী * চোর পণ্ডিত সহরে২, হাটে আর মনে বুদ্ধি করে ॥ কোন কাম করি হেথা, কেমনে যাইব কোথা, আজি আমি যাব কার ঘরে এবলিয়া হাতে লিয়া খরি, গনিয়া দেখিল ঠিক করি ॥ উজিরের এক বেটী রূপে গুণে পরিপাটি, সুন্দর জিনিয়া হুরপরি * গোলগেন্দা নাম বটে তার পহেলা সে যৌবন বাহার ॥ ছোট কালে দিল সাদি, পতি তার হইল বাদি দেখিতে না আসে একবার * চোরপণ্ডিত জেনে হাল তার, দিলে২ ভাবে আপনার ॥ দামাদের রূপ ধরি, যাব উজিরের বাড়ি, দেখি তারা কি করে আমার * এ বলিয়া পোসাগ পড়িয়া, চলে অতি সাজন করিয়া ॥ গিয়া উজিরের বাড়ি, পৌছিলেন তাড়াতাড়ি, নাম দিল জামাই বলিয়া * উজির হাতে নাহি বাড়ি ছিল, হেনকালে যাইয়া পৌছিল ॥ দেখিয়া উজির জাদি খুসি হইল যেন সাদি, জামাইকে বসিবারে দিল * দিন গিয়া হইল নিমা-সাম, খাইবারে দিল আনি তাম ॥ খানাপানি খিলাইয়া, পানের বাটা হাতে লিয়া, আসে বিবী গোলগেন্দা নাম * শালার বহু আসে তার সাতে, চক্ষে কাজল মিশি দিয়া দাতে ॥ কমকের হুক্কা দিয়া, পেছনল লাগাইয়া, খাম্বি-রার তামাক সাজে তাতে * কতমতে করেন মস্কারী পুরুষ নিদয়া হয় বরি ॥ যে ফুলের মধু খায়, তার পানে নাহি চায়, শ্বশুর বাড়িতে রাখে নারী * ফিরোজ শুনিয়া এহা কয়, আমি কভু সেইমত নয় ॥ শ্বশুর বাড়ি দিয়া সাড়ি বেড়াইতে শ্বশুর বাড়ী, বল কার মনে নাহি লয় * একারণে আসি বেড়াইতে, তোমাদের জনাব দেখিতে ॥ একথা শুনিয়া তারা, দিয়া খুব হাতে লাড়া, হেসে২ লাগিল কহিতে * ঐ দেখ তোমাদের মন্দির, সেথা গিয়া চিন্ত কর

স্থির ॥ তোমার রমণী ধনি, যেছা মনি হারা ফনি, ঠাণ্ডা কর পিলাইয়া নির এবলিয়া দোহাকারে লিয়া, দিল সেই ঘরে পৌছাইয়া ॥ যখন পৌছিল ঘরে, দোছরা বিছানা পরে, সাহাজাদা রহিল শুইয়া * গোল গেন্দা কহেন তাহারে শুন প্রিয়া কহি যে তোমারে ॥ আমি অভাগির চাই, তোমার মহব্বত নাই, একারণে নাহি চাও ফিরে * ছোট কালে করিয়াছ বিয়া, না দেখিলা বাড়ির মধ্যে নিয়া ॥ আমিত অবলা নারী, করি কত আহাজারি, তোমার লাগি ভাবিয়া২ * চোর পণ্ডিত না দিল উত্তর, শুইয়া রহে করিয়া মক্কর ॥ এহাল দেখিয়া বিবী, সাত পাচ মনে ভাবি, শেষে হইল নিদ্রায় বেভোর *

চোর পণ্ডিত উজিরের বেটির নাক কাটিবার বয়ান ॥

পয়ার * দোন জন রহিলেন নিদ্রায় বেভোর ॥ তৎপরে কি হইল শুন সে খবর * প্রহরেক রাত্র যবে আছমানেতে ছিল ॥ হেনকালে চোরপণ্ডিত চেতন পাইল * আপনার দিলে২ ভাবে এইবাত ॥ কেমনে চাতুরি আমি করি এর সাত * ইতি মধ্যে বুদ্ধি এক মনেতে করিল ॥ জেবেতে আছিল ছুরি নিকালিয়া লিল * দেখে সে রমণী আছে নিদ্রাতে বেভোর ॥ দাগা-বাজি শুরু করে চোর পণ্ডিত চোর * সেই ছুরি হাতে লিয়া কাটে তার নাক ॥ জীবনের আশা তার ঘুচিল বেবাক * উজিরের বেটির নাক যখন কাটিল ॥ উহু২ করি ধনি কান্দিয়া উঠিল * কাটা নাকের আগা সেই হাতেতে লইয়া ॥ ঘর হইতে চোরপণ্ডিত চলিল ভাগিয়া * উজির থাকিয়া ঘরে শুনিবারে পায় ॥ অন্য ঘরে বেটি তার করে হায়২ * উজির জাদির কাছে কহেন উজির ॥ তালাশ করিয়া দেখ কি হইল বেটির * উজির জাদি শুনে কহে তুমি বুদ্ধি নাসা ॥ কেমনে এমন কথা করিব জিজ্ঞাসা * কত দিন পরে ঘরে আইল জামাই ॥ সেই ঘরে তাদের করিয়া দিছি ঠাই * যেমন দুহিতা মোর তেমন জামতা ॥ দোন জন দেখিয়াছি বহুত মমতা * কোন বাতে বেটি বুঝি করিয়াছে চুক ॥ একারণে জামাইর মনে হইয়াছে অসুক * শাস্তি সাজা কিছু বুঝি করিবারে পারে ॥ একারণে বেটি মোর কান্দে উচ্চস্বরে * এইকথা দোন জনে কহিতে আছিল ॥ দেখিতে২ রাত প্রভাত হইল * সকলেতে যাইয়া পৌছিল সেই ঘরে ॥ দেখিল উজিরের বেটি গড়াগড়ি করে * তাহার পতিকে ঘরে দেখিতে না পায় ॥ বিপদ বুঝিয়া মনে করে হায়২ * কাটিয়াছে নাসা তার জানিলেন হাল ॥ লহুতে শরীর তার হইয়া গেছে লাল * উজিরের বেটিকে শেষে পুছে ডাক দিয়া কাটা গেল নাক তোমার কেমন করিয়া * উজিরের বেটি শুনি লাগিল কহিতে ॥ আরাম করিয়া ছিনু পতির সঙ্গেতে * শেষ রাত্রে পতি মোর

স্বজাগ হইয়া ॥ কাটিল আমার নাক ছুরি হাতে লিয়া * তৎপরে কোথা গেল না জানি খবর ॥ গড়াগড়ি যাই আমি বিছানা উপর * উজির এসব কথা শুনিল যখন ॥ আপনার দিলে এহা বুঝিল তখন * চোর পণ্ডিতের কথা শুনিয়াছি কানে ॥ সেই বুঝি এই কাম করিল এখানে * হায়২ কি করিব কি হবে উপায় ॥ এত লাজে মুখ আমি দেখাব কোথায় * লোকে যদি দেখে আমার বেটির নাক কাটা ॥ জনম ভরিয়া আমার কুলে হইল খোটা * লোকেতে কহিবে আমার দুরাচারি বেটি ॥ একারণে লম্পটেরা নাক নিছে কাটি * বেটির দামাদ যদি শুনে এ খবর ॥ কহিতে নানান কথা না হবে ছবর * আমার বেটিকে সে কবে দুরাচারি ॥ কার ঘরে আছে এমন নাক কাটা নারী * জেন্দেগী ভরিয়া তারে না লিবে জামাই ॥ এই বেটি লিয়া আমি কোন খানে যাই * উজির২ জাদি দোন এক মিলে ॥ এইসব কথা তারা ভাবে দেলে২ * চোর পণ্ডিতের হাতে না রাচিব আর ॥ কোন সময়ে এসে জানি কি করে আবার * এই কথা দেশে২ হইয়া গেল জারী ॥ দফা২ কত লোক আসে সারি২ * আসিতে লাগিল কত রমণীর পাল ॥ বুল বুললি পাখীর মত পানে মুখ লাল * মধ্যে দেশে পরিয়াছে গরদের সাড়ী ॥ আর কত রঙ্গ ভঙ্গ লেখিতে নাপারি * আমি বান্দা দিন হিন গরীব লাচার ॥ পুস্তক হইলে বড় ছাপাইতে ভার * একারণে বেশী কথা মৌকুফ রাখিয়া ॥ কেচ্ছা বুঝাইয়া যাই পয়ারে লেখিয়া * এই কথা জারি হইল তামাম সহর ॥ শুনিতে পাইল এহা বাদসা মুজাফর * কে জানি উজিরের বেটির কাটিয়াছে নাক ॥ শুনিয়া তাজ্জব হইল মুল্লুকে বেবাক * বাদসা বলে আমার সাতে আছে তার আরি ॥ নাহি জানি কোন দিন আসে আমার বাড়ী এইমতে রহে সাহা চিন্তাযুক্ত মনে ॥ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সর্ব্বজনে * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে জনাবে সবার ॥ আল্লা২ বল ভাই পাইবে নিস্তার *

পুনরায় চোর পণ্ডিত বৈদ্য বেশে উজিরের বাড়িতে উপস্থিত হয় ও উজির জাদির নাক ও উজিরের বেটার বহুর নাক কাটে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * চোর পণ্ডিত সেথা হইতে নিকলিয়া গিয়া ॥ সহরে বেড়ায় মর্দ্দ খোসাল হইয়া * সহরেতে হাটে আর ভাবে মনে২ ॥ উজিরের বাড়ী ফের যাইব কেমনে * এতেক ভাবিয়া মনে কোন কাম করে ॥ ফারা এক খাতা পাইল রাহার উপরে * সেই খাতার কাগজ দিয়া এক বই বান্দে ॥ পুরানা কাপড়ের এক ঝোলা দিল কান্দে * লোহার মিটা হাতে গলে মোটা মালা ॥ মাথাতে পাগড়ী বান্দে দিয়া ভাঙ্গা ছালা * কপালে তিলক

দিল খরি মাটি দিয়া ॥ রাহেতে চলিয়া যায় সৈন্ন্যাসি হইয়া * আর সে
নানান কথা কহিতে লাগিল ॥ উজিরের বাড়ী গিয়া উপনীত হইল *
আঙ্গিনাতে খাড়া হইল জয়২ বলি ॥ ব্রাহ্মন জানিয়া তার লয় পদ ধুলি *
কোথা হইতে এলে বাবা সৈন্ন্যাসি ঠাকুর ॥ সৈন্ন্যাসি বলেন আমার বাড়ী
বহুদুর * আমার নিবাস হয় ব্রমাণ্ড নগর ॥ দেশে২ ফিরি আমি করিয়া
ছফর * রুম, শ্যাম, বোগদাদ, পারেস, হলব ॥ ইরান, তুরান আর বছরা
করব * জাবল, কাবল আর কাশ্মীর, গিলান ॥ এমন, আদান, চীন, দিল্লি
হিন্দুস্থান * মেছের, দামেস্ক আর সহর খোরাছানা ॥ পরীস্থান দেশ আদি
কুকাফ সিমানা * জিদ্দা, বোম্বাই আর বর্দ্ধমান নাম ॥ গয়া, কাশী, কলিকাতা
মুল্লুক আসাম * বাঙ্গালা মুল্লুক মধ্যে আছে যত দেশ ॥ তামাম দেখিয়া
আমি করিয়াছি শেষ * কোন দেশ নাহি মোর দেখনের বাকী ॥ ঠিক২
এই কথা না জানিবে ফাকি * অনেক রকম আমি গনা বাছা জানি ॥ কত
লোকের করি আমি মুস্কিল আছানি * হরেক রকম ঔষধ আছে মোর
সাতে ॥ হরেক বিমার হয় আরগ্য তাহাতে * পোরা কাটা ঘাও আর বাও
বাঘি যত ॥ সমস্ত আরগ্য করি নাম কব কত * শুনিয়া উজিরজাদি জোরে
দোন কর ॥ কহিতে লাগিল সেই সৈন্ন্যাসি গোচর * শুন২ শুন বাবা
সৈন্ন্যাসি ফকির ॥ কে জানি কাটিল নাক আমার বেটির * ছোট কালে
বেটি মোর দিয়াছিল বিয়া ॥ জামাই আসিয়া নাহি দেখে চুপি দিয়া *
সেই দিন এক বেটায় বাড়ীতে আইল ॥ জামাই বলিয়া মোরে পরিচয় দিল
জামাইর আকার তারে দেখিবারে পাই ॥ খানা পিনা আপনার হাতেতে
খিলাই * তৎপরে অন্ন ঘরে দিনু তারে ঠাই ॥ আমোদ প্রমোদে তথা রহে
ঝি জামাই * আপনার ঘরে মোরা রহিনু শুইয়া ॥ শেষ রাত্রে বেটি মোর
উঠিল কান্দিয়া * যেমতে উজির তারে জিজ্ঞাসা করিল ॥ যেমতে উজির
জাদি উজিরে কহিল * সেই মতে গেল নিশি হইয়া প্রভাত ॥ যে মতে
কান্দিল তারা ছিরে মারি হাত * যেইমতে জামাইকে না পায় ঢুড়িয়া ॥
একে২ কহে সব বয়ান করিয়া * বেটির তামাম হাল কহিল হুজুর ॥ কি
করি উপায় বাবা সৈন্ন্যাসি ঠাকুর * সৈন্ন্যাসি বলেন আমি জানি প্রতিকার
নাক কেটে দিতে এক হবে দোছরার * তোমার বেটির নাকের মাপ আমি
লিয়া ॥ তাহার সঙ্গেতে দিব জোড়া মিলাইয়া * শুনিয়া উজির জাদি লাগে
কহিবার ॥ বল দেখি নাক কেটে আনিব কাহার * সৈন্ন্যাসি বলেন য়েই
তোমার আপোস ॥ তার নাক কাট গিয়া না হইবে দোষ * শুনিয়া উজির
জাদি বুঝিল এছাই ॥ এই কথা লিয়া আমি কার কাছে যাই * আমার

বেটার বহু পরম সুন্দরী ॥ এই কথা কব গিয়া তার হাতে ধরি * এতেক ভাবিয়া মনে তার কাছে যায় ॥ কহিতে লাগিল তারে মধুর ভাষায় * তুমিত বেটার বহু বেটির সমান ॥ আমার এক কথা রাখ ছাড়িয়া গুমান * তোমার ননদীর নাক কেটে নিল চোরে ॥ তার এক হেতু কহে সৈন্ন্যাসি ঠাকুরে * অন্য এক নাক যদি দিতে পারি নিয়া ॥ তবে সেই নাক পারে দিতে জরাইয়া * সৈন্ন্যাসি কহিল মোরে যে সকল কথা ॥ নাক জরাইতে আমি নাক পাব কোথা * তুমিত বেটার বহু আইনু তোমার কাছে ॥ রাখিলে আমার কথা মান মোর বাচে * অল্প আসে নাক যদি কেটে পার দিতে॥ আমার বেটির নাক পারি জরাইতে * শুনিয়া বেটার বহু কহে এই বানি ॥ এমন তাজ্জব কথা কোথায় না শুনি * এক নাক কেটে দিলে অন্য নাকে লাগে ॥ এইকথা ঠিক বুঝি তোমার মনে জাগে * শ্বাশুরী বলেন এহা ঠিক হবে বটে ॥ নহেকি কহিল বেটায় আমার নিকটে * কহিতে বলিতে বহু হইল কিছু রাজি॥ হাসিতে২ কহে শুনগো মামাজি * সৈন্ন্যাসিকে গিয়া তুমি কহিবে এছাই ॥ কাটিতে আমার নাক দুঃখ নাহি পাই * শ্বাশুরী বলেন দুঃখ না পাইবে তুমি ॥ সেইখানে তোমার কাছে খাড়া রব আমি * শ্বাশুরী একথা কৈয়া দিলে হইয়া খুসি ॥ যাইয়া পৌছিল যথা আছিল সৈন্ন্যাসি * সৈন্ন্যাসিকে গিয়া সেই কহে এইবাত॥ আমার বেটার বহু বড় নেকজাত * তাহাকে কহিনু আমি এই সমাচার ॥ রাজি হইয়াছে নাক কেটে দিতে তার * সৈন্ন্যাসি বলেন তারে আন মোর কাছে ॥ কি জানি হইলে দেরি ফিরা যায় পিছে * তখন বেটার বহু কাছেতে আনিল সৈন্ন্যাসি দেখিয়া তারে কহিতে লাগিল * যখন ধরিব ছুরি তোমার নাকেতে আহাঃ উহু লরাচরা নারিবা করিতে * আমার কথা মতে নিরবে রহিবে॥ এক জারা কষ্ট তাতে তুমি না পাইবে * একথা কহিয়া তার ধরিলেন নাকে ॥ রিয়াজুদ্দিন বলে বধু ঠেকিছে বিপাকে * নাকেতে ধরিয়া জোরে পোছ দিল ॥ উহু২ করি বধু চিৎকার মারিল * সৈন্ন্যাসি বলেন নাক হইয়া গেল নষ্ট॥ কিছু কাম না দেখিল বৃথা গেল কষ্ট * অল্প আসে নাক তার কাটিয়া আনিল ॥ ফুকারিয়া এই কথা কহিতে লাগিল * এই দেখ নাক তোমার হইয়া গেছে টেরা ॥ এর মধ্যে এক জারা দোষ নাহি মেরা * উজিরে বেটিকে কাছে বোলাইয়া নিল ॥ কাটা নাক সেই নাকে লাগাইয়া দিল * নাকের উপরে নাক লাগাইয়া দিয়া ॥ কহিতে লাগিল এহা বাহানা করিয়া * এই দেখ এই নাক জোড়া নাহি লাগে॥ এই কথায় হুসিয়ার করিয়াছি আগে * লড়িলে চড়িলে নাক ভাল নাহি হবে॥ বেসকম

হইলে নাক জোড়া লাগে কবে * আমি না পারিব এই নাক জোড়াইতে আমাকে বিদায় তুমি কর সেতাবিতে * উজির জাদি বলে বাবা সৈন্ন্যাসি ঠাকুর॥ মোর নাক কেটে বেটির দুঃখ কর দুর * সৈন্ন্যাসি বলেন তবে এস শীঘ্র করি॥ একথা কহিয়া নাকে লাগাইল ছুরি * কিঞ্চিৎ তাহার নাক কাটিয়া আনিল॥ তাহাতে উজির জাদি কিছু না কহিল * বেটির দরদ ভারি হেট ছিরে রহে॥ ভালা বুরা বাত আর কিছু নাহি কহে * সৈন্ন্যাসি বলেন নাক কাটিয়াছি ঠিক ॥ মাপেতে হইবে নাক ওজন মাফিক * তুরিত তোমার বেটি আন বোলাইয়া ॥ ঠিক ঠাক করি নাক দেই লাগাইয়া * একথা কহিয়া ফের লাগিল কহিতে॥ ঔষধের বাক্স আমি আনি নাই সাতে ঘাও সুখাইতে চাই যে সব মলম॥ ব্যবস্থা লেখিতে চাই দোয়াত কলম * সমস্ত রহিছে আমার নৌকার উপর ॥ লইয়া তুরিত করি আসিব আবার ভাঙ্গা এক ছাতি আর ঔষধের থলি॥ সেখানে রাখিয়া গেল নৌকা মধ্যে চলি * রিয়াজুদ্দিন বলে সেই গেছে ফাকি দিয়া ॥ তোমরা বসিয়া থাক কাটা নাক লিয়া * আর না আসিবে চোরায় তোমাদের বাড়ি॥ ভাল মতে গেল সেই করিয়া চাতুরি *

উজিরের বাড়ীর হাল দেখিয়া লোকে আফছোছ করে ও চোর পণ্ডিতকে ধরিবার সন্ধান করে তাহার বয়ান॥

পয়ার * চোরপণ্ডিত গেল যদি চলিয়া নৌকায়॥ এখানে উজিরজাদি করে হায়২ * লহুতে দোহার নাক হইয়া গেল লাল॥ কি করিবে কোথা যাবে কান্দিয়া বেহাল * কাটিল বেটির নাক সেই ছিল ভাল ॥ এখন ঠেকিনু আর বিষম জঞ্জাল * উজির এসব কথা শুনিতে পাইল॥ সৈন্ন্যাসি আসিয়া নাক যেমত কাটিল * তাদের কান্দনা আর যত শোর সার॥ আসিয়া জমিল লোক হাজার২ * কাটা নাক দেখি লোকে হইল চমৎকার বলে এই চোরের হাতে রক্ষা নাহি আর * কোন সমে চোরায় জানি কারে করে খুন ॥ কোথা হইতে এল জানি এমন দুসমন * উজির নাজির আর বাদসা নামদার॥ কহা শুনা সকলেতে করে এ প্রকার * চোর পণ্ডিতের হাতে হবে কি উপায়॥ এহার জুলুমে হইল দেশে থাকা দায় * ভাবিতে লাগিল তারা হইয়া একসাত॥ শেষেতে করিল তারা এই মোছলেহাত * আজি রাত্রে কোতালিয়া রহিবে পাহাড়া॥ দেখিব কেমন করি আসে সেই চোরা * সহরেতে ঠাই২ চৌকিদার দিব॥ গলি কুচা কোন খানে বাকি না রাখিব * গোস্বাতে জলিয়া সাহা করিল হুকুম॥ ধরিয়া আনিবা তাঁরে করিয়া জুলুম * ভাল মতে দেখা চাই কেছা দাগাবাজ ॥ কেমনেতে করে

সেই দাগাবাজি কাজ * জামাই হইয়া নাক কাটে উজিরের বেটি ॥ বৈন্ত হইয়া কাটে নাক উজির জাদির * উজিরের বেটার বহুর নাক কাটি নিল এমন দুর্জ্জন চোর কোথায় আছিল * আমার সহরে করে এত দাগাবাজি মানি লোকের মান মারে এছা বেলেহাজি * দিলে ডর নাহি তার মারা যাবে জানে॥এথাকার বাদসা আমি নাহি শুনে কানে*আপন নওকর লোকে করিল ফর্ম্মান॥পাহাড়া থাকিবা খুব হৈয়া সাবধান*ধরিবারে পারিযদিশুলুরেআনিব গলি কুচা কোনখানে বাকি না রাখিব * গোস্বাভরে সাহা তবে করিল হুকুম ধরিয়া আনিবা তারে করিয়া জুলুম * ভাল মতে দেখা চাই কেছা দাগাবাজ কেমনেতে করে সেই দাগাবাজি কাজ * জামাই হইয়া নাক কাটে উজিরের বেটির ॥ বৈন্ত হইয়া কাটে নাক উজির জাদির * উজিরের বেটার বহুর নাক কাটি নিল ॥ এমন দুর্জ্জন চোর কোথায় আছিল * আমার সহরে করে এত দাগাবাজি ॥ মানি লোকের মান মারে এছা বেলেহাজি * দিলে ডর নাহি তার মারা যাবে জানে ॥ এথাকার বাদসা আমি নাহি শোনে কানে * আপন নওকর লোকে করিল ফরমান ॥ পাহাড়া থাকিবে খুব হইয়া সাবধান * ধরিবারে পারি যদি দিব তারে শুলে ॥ আল্লা চাহে বিনাস করিব পাতে মুলে এখানেতে করে তারা এই কারবার ॥ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সমাচার * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে জনাবে সবার ॥ ত্রিপদীতে লিখি কিছু ছাড়িয়া পয়ার

রাত্র কালে কোতওাল পাহাড়া থাকে ও তাহাকে চোর পণ্ডিতে ধরিয়া হাতে পায়ে বন্ধন করে তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী * চোর পণ্ডিতের কথা, ত্রিপদীতে লিখি হেথা, শুন কহি বয়ান তাহার ॥ উজিরের ঘরে গিয়া, দাগাবাজি কাম কিয়া, হইল মর্দ্দ আনন্দ অপার * সহরে বেড়ায় আর, দিলে ভাবে আপনার, দেখি তারা কোন কাম করে ॥ হাত পরে খরি লিয়া, জমিনেতে দাগ দিয়া, গনিয়া সে দেখিল অন্তরে * রাত্র হইবে যবে, কোতওাল পাহাড়া রবে, চোরপণ্ডিত ধরিবার তরে ॥ গলি কুচা সহরের, ছিপাই রহিবে ঢের, হাটিবেন সহরে২ চোর পণ্ডিত জানি বাত, আপনা দেলের সাত, মোছলেহাত করিল এছাই নিজ ভেশ বদলিয়া, রমণীর ভেশ কিয়া, হইল মর্দ্দ রমণী যেছাই * পিন্দে বানারসি সাড়ি, কি বাহার আহা মরি, গায় দিল কুরতা গোলবদন ॥ হাটন চলন তার, যে দেখে সে চমৎকার, রসিকের মন উচাটন * সোনার দায়মন ফুল, দশ পনর টাকা মুল, পরিলেন উপর নাকেতে ॥ দাতেতে দিলেন মিসি, কোমরেতে আউলা কেসি, চন্দ্রহার তাহার সঙ্গেতে * নাকেতে বলাক ঝুলে, সুয়াসেতে হেলে ঢুলে, নিচে গাথা ছোট২ মতি ॥ প্রতি দমে

লড়ে চড়ে, এক যায় না ঠাহরে, ঝলকিতেছে তাহার জুতি * আপনা মনের মত, পিন্দিল জেওর কত, কাকইতে চিরি মাথার চুল॥ বান্ধিল লোটন খোপা, জাদ লহর মতির ঝোপা, মালঞ্চা মালতি বেল বকুল * গোলাপ গেন্দা গোলগিনি, সন্দা মালি গোল কামিনী, খোস বাসি ফুলের লহর॥ গাথিয়া খোপায় রাখে, ফুল তেল ছিরে মাখে, কাপড়েতে গোলাপ আতর আর যত অলঙ্কার, সকল লেখন ভার, লেখিতে পুস্তক হয় ভারি ॥ গরীব করিছে সাই, লেখিতে ফোরছত নাই, একারণে লেখিতে না পারি * লেখিবারে মনে চায়, লেখিলে লেখন যায়, বেশী কথা লেখে নাহি ফল॥ টাকা যদি নাহি মিলে, আফছোছ রহিবে দিলে, মেহান্নত যাবে রসাতলে এইমত সাজ করি, মউর পেগম ধরি, রহিলেন খুসি হইয়া মনে॥ রাত্র হইল যবে, কোতওাল যাইয়া তবে, পাহাড়াতে খাড়া হইল রওনে * বহুত ছিপাই আর, বহিলেন চৌকিদার, সহরেতে হাটিয়া বেড়ায় ॥ চোরপণ্ডিত খুসি মনে নেকলিল ততক্ষণে, চুপে২ রাহা দিয়া যায় * কোতওাল আছিল যেথা, চোর পণ্ডিত গিয়া সেথা, কহিতে লাগিল এইবানি॥ আমি অভাগির তরে, কেহনা জিজ্ঞাসা করে, ঘটিছে বিষম পেরেসানি * কোতওাল শুনিয়া বাত, চোর পণ্ডিতের সাত, পুছিলেন এই বিবরণ ॥ কেটা তুমি কোথা বাড়ি, তুমিত রূপের নারী, এখানে আইলে কি কারণ * শুনি কহে সে কামিনী, আমি বড়ই দুঃখিনী, জলি সদা দুঃখের আগুণে॥ আমার সোওামী মরে. দেখিবারে. নাহি পারে, জুলুমেতে না বাচি পরাণে * পাইয়া বিষম কষ্ট, করিলাম জাতি নষ্ট, ঘর হইতে চলি নেকলিয়া॥ ভিন্ন পুরুষের সাতে, ভাগিয়া আইনু রাতে সেই মর্দ্দ চলে মোরে লিয়া * এনে মোরে এসহরে, কোথা গেল সে বর্ব্বরে ভালা বুরা কহিতে না পারি॥ কি করিব কোথা যাই, দিসা কিছু নাহি পাই, আমি বটে বেগানার নারী * সোওামীর ঘর কোথা, কেমনে যাইব সেথা, সেই খানে কেবা লিয়া যায় ॥ আমার বাপের বাড়ি, যাইবার নাহি পারি, ঠেকিয়াছি বিষম ঠেকায় * কোতওাল শুনিয়া বাত, কহে সে নারীর সাত, চল তুমি আমার বাড়ীতে ॥ খানা পিনা কোনবাতে, কষ্ট না পাইবে তাতে রবে সদা মন হরষিতে * চোর পণ্ডিত এহা শুনি, ছাড়িয়া চক্ষের পানি, কহিতে লাগিল এইকথা ॥ তুমি যদি দয়া কর, যাইব তোমার ঘর, আমার দিগে রাখিবে মমতা * যদি কর মেহেরবানী, আমার যৌবন খানি, তুমাকে করিব সমার্পন ॥ জীবন যৌবন মোর, দিনু তেরা হস্তপর, এইকথা না হবে লঙ্গন * কোতওাল শুনিয়া বানি, দুরে গেল পেরেসানি, কহিতে লাগিল

এইমতে ॥ দেখিয়া তোমার তরে, প্রাণ মোর না ঠাহরে; চল ধনি আমার
বাড়িতে * একথা শুনিয়া নারী, মক্কর ফেরেব করি, কোতওালেরে কহেন
তখন ॥ এই সহরেতে লিয়া, আমারে ছএর কিয়া, দেখাও এই সহর কেমন
সহর দেখিতে মেরা, খায়েস হইল বড়া, একারণে আরজ গুজারি ॥ কোতওাল
কহেন তায়, যাহা তোমার মনে চায়, সে কামেতে না হইবে দেরী * এতেক
বলিয়া বাত, নারীকে লইয়া সাত, সহরেতে হাটিয়া বেড়ায় ॥ সহরে বাদ-
সার বাড়ী, দালান কোঠা সারি২, একে২ তাহাকে দেখায় * চোর পণ্ডিত
হাটে আর, দিলে ভাবে আপনার, তাতে এক বুদ্ধি ঠাহরিল ॥ বনের এক
ফুল লিয়া, বেহুশের দারু দিয়া, সুঙ্গিবারে তার হাতে দিল * কোতওাল
সুঙ্গিয়া ফুল, হারাইয়া দোন কুল, হুশ গুশ না রহিল তার ॥ বেহুস হইয়া
রয়, নাকে মাত্র দম বয়, পৈরে রহে যেমন মুর্দ্দার * চোর পণ্ডিত দুরাচারে
পায়ে বান্ধে তার তরে, ভালমতে মজবুত করিয়া ॥ হাতে দিল হাত কড়ি,
পায়ে তার দিল বেড়ি, গলে দিল জিঞ্জির তুলিয়া * হুশ দারু দিয়া পরে,
তাহাকে চেতন করে, জমি পরে ধরিয়া বসায় ॥ চোর পণ্ডিত দুরাচার, দুই
কান মলে তার, কোতওাল করেন হায়২ * চোর পণ্ডিত কহে তারে, তুমি
নাহি চিন মোরে, আমি সেই চোর পণ্ডিত বটে ॥ আরি করে মোর সাতে,
কেহনা বাচিবে তাতে, দেখ আর কত কষ্ট ঘটে * একথা কহিয়া তারে,
রাখিয়া রাস্তার ধারে, কহিতে লাগিল এইবাত ॥ তুমি থাক এই ঠাই, আমি
তোমার ঘরে যাই, রঙ্গে রসে কাটাইব রাত * কোতওাল একথা শুনি,
মনেতে প্রমাদ গুনি, কান্দিতে লাগিল জারেজার ॥ হিন রিয়াজুদ্দিন বলে
ঠেকিয়া নারীর কলে, আখেরেতে 'বন্দখানা সার *

চোর পণ্ডিত কোতওালের বাড়ীতে যায় ও
চাতুরি করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * চোরপণ্ডিত সেথা হইতে বিদায় হইয়া ॥ কোতওালের বাড়ী মধ্যে
পৌছিলেন গিয়া * ঘরের কাছেতে গিয়া দিল এক ডাক ॥ কোতওালের জরু
শুনি হইল অবাক * কোতওাল আসিছে বলি মনেতে ভাবিল ॥ ততক্ষণ এই
কথা জিজ্ঞাসা করিল * সহরেতে গিয়াছিলে ফিরিবার রন ॥ খাড়া২ ফিরিয়া
আইলে কি কারণ * চোরপণ্ডিত বলে আমি পাহাড়াতে যাই ॥ সহরেতে
চোর চোট্টা দেখিতে নাপাই * গল্লি২ হাটিলাম তামাম সহরে ॥ চোরপণ্ডিত
কারে বলে না দেখি নজরে * পাহাড়া থাকিয়া কিছু নাহি দেখি কাম ॥
একারণে আসিলাম আপনা মোকাম * শীতেবাদে বাতাসে টিকিতে নাহি
পারি ॥ হঠাৎ কেওার খোল ঘরে এসে পরি * কোতওালের জরু ছিল

না পারে বুঝিতে ॥ তখন সে এইকথা লাগিল পুছিতে * তুমি সে কোতওাল নাকি বুঝিতে না পারি ॥ চোর পণ্ডিত শুনি এহা রাগ হইল ভারি * আমি সে কোতওাল বটে না চিন আমারে ॥ এমন নাদানী কথা কহ কি প্রকারে এইকথা চোরপণ্ডিত যখন কহিল ॥ কোতওালের মত ভেশ আপনা করিল কোতওালের জরু তারে ঘর মধ্যে নিল ॥ আপনার পতি যেছা নজরে দেখিল কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল দুইজনে ॥ নিরব হইল বিবী চিন্তা নাহি মনে ॥ কিন্তু তার মনেতে পড়িল এক চিহ্ন ॥ কোতওালের শব্দ হইতে শব্দ কিছু ভিন্ন আপনাকে আপনি হইল হুসিয়ার ॥ খাট হইতে বসে গিয়া হইয়া কিনার চোরপণ্ডিত পুছিলেন তাহার নিকটে ॥ আমার কাছেতে কেননা রহিলে খাটে বিবী বলে তবিয়ত ঠিক নাহি মোর ॥ মাথা বেথায় হইয়াছি বহুত কাতর এবলিয়া দুই তিন বান্দিকে ডাকিয়া ॥ তাহার খেদমতে দিল হাজির করিয়া বান্দি দাসী পাইয়া সেই চোর পণ্ডিত চোরে ॥ হাসি ঠাট্টা বাত চিত কত মতে করে * তৎপরে গেল রাত্র প্রভাত হইয়া ॥ সেখান হইতে চোরায় চলিল ভাগিয়া * কোতওালের জরু যদি শোনে এইবাত ॥ ভাবিতে লাগিল ধনি গালে দিয়া হাত * এই মর্দ্দ স্বামী মোর নহে কদাচিৎ ॥ কোতওাল হইলে কেন ভাগিল ত্বরিত * আল্লাতালা অনুকুল আমার আছিল ॥ একারণে এর হাতে ইজ্জত বাচিল * রিয়াজুদ্দিন বলে জার ঠিক আছে মন তাহার উপরে কষ্ট না ঘটে কখন * দুনিয়াতে যেই লোক বেইমান বটে ॥ আখেরে বেইমান সে খোদার নিকটে *

কোতওালের হাল লোকে দেখিয়া আফছোছ
করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার ছন্দ * যখনেতে রাত্র গেল হইয়া প্রভাত ॥ কোতওালের কথা হইল মুল্লুকে সোরাত * কে জানি কোতওালের ঘরে রাত্রে এসে ছিল ॥ রাত্র প্রভাতে সেই নেকলিয়া গেল * কোতওালের তরে ঘরে দেখিতে না পায় ॥ কোতালের জরুর কাছে পুছেন সবায় * কোতাল ঘরেতে নাহি দেখি কি কারণ ॥ কোতালের জরু শুনি কহে বির্বরণ * রাত্রেতে কোতওাল যবে পাহাড়াতে গেল ॥ কে জানি কোতওালের মত ঘরেতে আইল * কোতালের মত তারে দেখিবার পাই ॥ কিন্তু না পাইনু তার আওাজ তেছাই * নজর করিয়া তারে দেখি ছিরে পায় ॥ ঠিক ঠাক কোতওালের মত দেখা যায় * আমি তারে জিজ্ঞাসা করিনু কতমতে ॥ কোতওাল বলিয়া কহে সেই কমজাতে * তার কথা মোর মনে না হয় বিশ্বাস ॥ হুসিয়ার হইয়া আমি থাকি এক পাশ * বান্দি দাসী দিনু আমি তাহার খেদমতে ॥ অন্য খাটে গিয়া আমি থাকি পুসিদাতে *

বান্দি দাসী নিয়া সেই পান তামাক খায়॥ যেইমতে যেইহাল করিল চোরায় একবারে শুরু হইতে আখের তক লিয়া॥ তামাম কহিল বিবী বয়ান করিয়া রাত্র প্রভাতে যেছা নিকলিয়া গেল ॥ শুনিয়া সকল লোক তাজ্জব হৈল কোতওালের তালাশে লোক চলে ধাওা ধাই॥ চল দেখি কোতওাল রহিল কোন ঠাই * এতেক বলিয়া সবে তালাশেতে যায়॥ হেনকালে কোতওালেরে দেখিবারে পায় * রাহার কিনারে দেখে পড়িয়া কোতওাল ॥ বেহুশের মত আছে হইয়া বেহাল * হাত পাও বান্ধিয়াছে জিঞ্জিরে লোহার ॥ গলাতে জিঞ্জির দেওয়া দেখিলেন আর * কোমরের সাতে গলা বান্ধিয়াছে টানি॥ বেকা হইয়াছে যেছা তীরের কামানি * সে কালে শীতের দিন ছিল মাঘ মাস ॥ উত্তর হইতে আসে শীতল বাতাস * রাহা মধ্যে আছে সেই হইয়া কাতর॥ শীতে বানে বাতাসে কাপেন থর২ * এহাল দেখিয়া সবে জিজ্ঞাসা করিল ॥ কিহে মিয়া এই হাল কেমনে হইল * কোতওাল শুনিয়া এহা লাগিল কহিতে ॥ যেইমতে এসে ছিল পাহাড়া ফিরিতে * যেমতে রমণী এক আসিয়া পৌছিল ॥ যেমতে আপনা হাল বয়ান করিল * যেমতে কোতওাল আপে আসক হইল ॥ যেমতে সহর সেই দেখিতে চাহিল যেমতে কোতওাল তারে দেখায় সহর॥ যেইমতে ফুল দিল তার হাত পর যেই মতে ফুল শুঙ্গি বেহুস হইল ॥ হুশ দারু দিয়া যেছা চেতন করিল যেইমতে হাতে পায় লাগায় জিঞ্জির ॥ একে২ কহে সব করিয়া জাহির * আমার বাড়ীতে শেষে গেলেন চলিয়া ॥ এখানেতে আছি আমি রাহায় পড়িয়া * এই হাল ঘটিয়াছে উপরে আমার ॥ শুনিয়া সকলে করে আফ-ছোছ হাজার * কোতওালের বাড়ীর কথা শুনাইল তারে ॥ কোতওাল শুনিয়া এহা কান্দে জারে২ * কোতওালের তরে শেষে বন্ধন খুলিয়া ॥ আপনার ঘরে তারে আইল লইয়া * রিয়াজুদ্দিন কহে যেই লালচ করিবে কোতওালের মত সেই বিপদে পড়িবে *

বাদসা মুজাফর নিজে পাহাড়া থাকে ও চোর পণ্ডিত তাহার
সাতে চাতুরি করে তাহার বয়ান ॥

পয়ার * কোতওালের হাল দেখি সবে চমৎকার ॥ বলে এই চোর হাতে বাচা হইল ভার * বাদসা মুজাফর যদি শুনে এ খবর ॥ আছমান পড়িল যেছা ছিরের উপর * ভাবিতে লাগিল সাহা কি করি উপায় ॥ না জানি নছিবে কিবা লেখিছে খোদায় * এতেক ভাবিয়া সাহা লোক জন লিয়া বুদ্ধি এক ঠাহরিল পছন্দ করিয়া * আজি রাত্রে পাহাড়াতে নিজে যাব আমি দেখিব কেমনে সেই করেন চোট্টামী * ধরিবারে পারি যদি হেকমত করিয়া

চোট্টামী সাদ তার দিব মিটাইয়া * একথা শুনিয়া যত উজির নাজির॥ কহিতে লাগিল এহা বাদসার হাজির * শুন বাদসা আলম্পানা কহি জনা-বেতে॥ পাহাড়া থাকিবে খুব পুসিদার সাতে * কোনমতে চোরায় যেন দেখিতে না পায় ॥ সাবধান হইয়া খুব রবে পুসিদায় * বাদসা শুনিয়া বলে কমি না করিব ॥ যেই মতে পারি তারে ধরিয়া আনিব * এই ছল্লা করি তারা রহে মনে২ ॥ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সর্ব্বজনে * চোরপণ্ডিত এই হাল জানিল তামাম॥ ভাবিতে লাগিল সেই করি কোন কাম * ইতি মধ্যে বুদ্ধি এই মনেতে করিল ॥ জালুয়ার বাড়ী এক যাইয়া পৌছিল * জালুয়ার কাছে গিয়া কহে এইহাল॥ আমার খায়েস আছে কিনিবারে জাল ঝাকি জাল আছে কিনা তোমাদের বাড়ীতে॥ থাকিলে একখানা জাল দেহ সেতাবিতে * যা হয় উচিত মুল্য লেহনা বুঝিয়া ॥ জালুয়া সকলে বলে একথা শুনিয়া * আমাদের বাড়ী বটে আছে ঝাকিজাল ॥ জাল বিক্রী কাম মোরা করি হামেহাল * ততক্ষণ জাল আনি দেখাইল তারে॥ চারি সুইয়া জাল এই কহিনু তোমারে * ঠিক ঠাক জালের মধ্যে আছে সব কাটী॥ চারি টাকা দাম তার কহিলাম খাটি * যদি জাল লেহ তুমি চারি টাকা দিবে হইলে এহার কম নিতে না পারিবে * চোর পণ্ডিত ততক্ষণ চারি টাকা দিল॥ সেথা হইতে জাল লিয়া বিদায় হইল * বাদসার বাড়ীর কাছে ছিল এক ঝিল ॥ সেখানে যাইয়া চোরায় হইল দাখিল * পুরানা কাপড় লিল সশান হইতে ॥ পিন্দিয়া চলিল সেই জাল লিয়া হাতে * আর এক কাপড় লিয়া মাথায় বান্দিল॥ ঝিলেতে যাইয়া জাল ফেকিয়া মারিল * চোরপণ্ডিত ঝিলে যবে উপস্থিত হয় ॥ সেইসমে রাত্র ছিল নয়টার সময় * এখানেতে চোর পণ্ডিত ঝিলে বায় জাল॥ মন দিয়া শোন বলি বাদসার হাল * এখা-নেতে জাহাপানা ঘোড়াতে চড়িয়া ॥ সহরেতে নিকলিল পাহাড়া লাগিয়া চোর পণ্ডিত যেইখানে ঝাকি জাল বায়॥ সেইখানে দিয়া সাহা আসে আর যায় * বারে২ এইমতে আসা যাওয়া ছিল॥ চোর পণ্ডিতের তরে দেখিতে পাইল * তখন পুছেন সাহা চোরের গোচরে ॥ কেটা তুমি জাল বাও এই ঝিল পরে * চোর পণ্ডিত বলে মোর জাল বাসি নাম ॥ এই ঝিল মধ্যে করি মাছ ধরার কাম * বাদসা বলেন তুমি কহ রাছ বাত ॥ দেখা হইয়াছে কিনা চোর পণ্ডিতের সাত * চোর পণ্ডিত বলে আমি দেখিয়াছি তারে আমার কাছেতে সেই আসে বারে২ * বারে২ চোরে মোরে জিজ্ঞাসে আসিয়া ॥ বাদসার বাড়ীতে যাব কোন রাহা দিয়া * আপনার জঞ্জালে আমি আছি পেরেসান॥ চোরপণ্ডিতের কথা না করি খিয়ান * তবে যদি এক কথা

রাখেন আমার ॥ অনায়াসে পারি আমি চোর ধরিবার * বাদসা বলে কহ শুনি তাঁহার তদবির ॥ চোরপণ্ডিত বলে শুন বাদসা জাহাগীর * আপনা পোষাক আপে দেহনা আমাকে ॥ আমার এই জাল দেই সুপিয়া তোমাকে জাল লিয়া রহ তুমি মাছ ধরিবার ॥ আমি গিয়া হই তোমার ঘোড়াতে ছওয়ার চোর পণ্ডিত তেরা কাছে পৌছিবে আসিয়া ॥ তখন ধরিবে তারে জালে পেঁচ দিয়া * বাদসা শুনিয়া এহা পছন্দ হইল ॥ তখন পোষাক সব উতারিয়া দিল * চোরপণ্ডিত সেই পোষাক পিন্দিল তাহার ॥ বাদসার ঘোড়ার পরে হইল ছওয়ার * বাদসাকে কহিল চোরায় জোরেতে হাকিয়া ॥ তুমি হেথা মাছ ধর নিরব হইয়া * আমি গিয়া সহরেতে হাটিয়া বেড়াই ॥ দেখি সেই চোর পণ্ডিত আছে কোন ঠাই * এতেক বলিয়া সেই চলে ফাকি দিয়া ॥ বাদসা রহিল হেথা জলেতে নামিয়া * হিন রিয়াজুদ্দিন কহে বিনয় বচন ॥ আমাকে করিবে দোওা পাঠক সুজন *

বাদসাকে বাড়ীতে তালাশ করিয়া না পাইয়া সকলে আফছোছ করে ও ঝিলের মধ্যে তাহাকে পাইবার বয়ান ॥

পয়ার * যখন রজনী গেল হইয়া প্রভাত ॥ উজির নাজির সব হইয়া একসাত * বেগমের কাছে গিয়া পুছে সমাচার ॥ কহ শুনি কোথা আছে বাদসা নামদার * বেগম শুনিয়া বাত কহেন এছাই ॥ পাহাড়া হইতে আর ঘরে আসে নাই * উজির শুনিয়া এহা হইল তাজ্জব ॥ ঘরেনা আইল সাহা কিসের ছবব * লোক জন লিয়া উজির চলে ধাওা ধাই ॥ চল দেখি বিচারিতে কোন খানে পাই * বাদসাকে বিচারে তারা তামাম সহর ॥ কোন খানে নাহি পায় বাদসার খবর * শেষেতে দেখিল এক ঝিলের মাঝার ॥ জাল দিয়া মাছ ধরে বাদসা নামদার * ফারা চিরা কাপড় দিয়া পিন্দিছে লেঙ্গুটি ॥ মজবুত করিয়া খুব কাছা দিছে আটি * চুতরের ভিতরে কাপড় রহিছে সান্দিয়া ॥ কালা কাপড়েতে মাথা লিয়াছে বান্ধিয়া * বাঘা গাতি করি বুকে বান্ধিছে কাপড় ॥ জাল হাতে লিয়া সাহা কাপে থরে থর দিসা নাহি পায় জাল ফেকিয়া মারিতে ॥ হেনকালে একজনে পাইল দেখিতে উজিরের কাছে সেই কহিল আসিয়া ॥ ঐ দেখ বাদসা আছে পানিতে নামিয়া * উজির যাইয়া তারে পুছিলেন হাল ॥ কেটা তুমি মাছ ধর হাতে লিয়া জাল * বাদসা বলেন মোর নাম মুজাফর ॥ এথাকার সাহা আমি বাড়ী এ সহর * বাদসার নাম যবে তাহারা শুনিল ॥ তাজ্জব হইয়া তারা পুছিতে লাগিল * কেমনেতে এইদশা ঘটিল তোমার ॥ বুঝাইয়া কহ শুনি সেই সমাচার * বাদসা শুনিয়া এহা কহিতে লাগিল ॥ যেইমতে সহরেতে

পাহাড়া আছিল * যেইমতে চোর পণ্ডিত ঝিলে মাছ ধরে ॥ যেমতে পুছিল সাহা তাহার গোচরে * চোর পণ্ডিতের কথা যেমতে কহিল ॥ মাছ ধরা কামে সাহা যে মতে রহিল * যে মতে গেলেন চোরায় ঘোড়া লিয়া তার ॥ একে২ কহিল তামাম সমাচার * শুনিয়া সকল লোক তাজ্জব হৈল আপোষে মিলিয়া সবে কহিতে লাগিল * চোর পণ্ডিতের হাতে কি করি উপায় ॥ এহার জুলুমে হৈল দেশে থাকা দায় * এই মতে নানান কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥ জল হৈতে বাদসাকে লইল উঠাইয়া * বাদসা আলম্পানা যবে তটেতে উঠিল ॥ বেহুশ হইয়া যেছা ঢলিয়া পড়িল * সেই সময়েতে ছিল হেমন্তের কাল ॥ শীতল পানিতে দেহ হৈয়া গেছে টাল * তামাম শরীরে তার রক্ত ছিল নাই ॥ একারণে হৈল সাহা বেহুস যেছাই * আগুন জ্বালিয়া তারে ছেকিতে লাগিল ॥ ছেকিতে২ শেষে চেতন হইল * হুশেতে আসিয়া সাহা পুছেন তখন ॥ কহ শুনি বাড়ী ঘর আছেন কেমন * তারা বলে আল্লা তালার আছিল মদত ॥ একারণে বাড়ী ঘর আছে ছালামত * বাদসা বলেন এইবাতে আফছোছ হাজার ॥ এতদিনে যাবে দেশ হইয়া উজার * কহিতে লাগিল সাহা সবাকে ডাকিয়া ॥ কি করি উপায় এর কহ বুঝাইয়া * উজির নাজির আর যত হুসমন্দ ॥ একথা শুনিয়া কহে করিয়া পছন্দ * ঢেরি ফেরাইয়া দেহ তামাম সহর ॥ এইকাম করে যেই রসিক নাগর * আসিয়া পৌছিবে সেই বাদসার দরবার ॥ আমরা হইব তার ফরমান বরদার * বাদসা শুনিয়া এহা করিল কবুল ॥ তোমার মোছলত বাত বড়ই মাকুল * রিয়াজুদ্দিন বলে ভাই যেই লোক দুষ্ট ॥ মুখের মধুতে তারে করা চাই তুষ্ট *

চোর পণ্ডিত নিজে হাজির হৈয়া ধরা দেয় তাহার বয়ান ॥

পয়ার * বাদসা আলম্পানা বসি আপনার ঘরে ॥ চোর পণ্ডিতের কথা ঘুসনা অন্তরে * উজির নাজির লিয়া বাদসা আলম্পানা ॥ কি করিবে২ সদায় ভাবনা * উজির সকলে বলে শোন নামদার ॥ চোর পণ্ডিতের হাতে রক্ষা ন্যহি আর * কোনমতে মোরা তারে ধরিতে নাপারি ॥ ত্বরিত সহরে দেহ ফিরাইয়া ঢেরি * এই মোছলেহাত তারা করিতেছে মনে ॥ চোর পণ্ডিতের কথা শোন সর্ব্বজনে * চোর পণ্ডিত সেথা হইতে নিকলিয়া গিয়া ॥ নজ্জুম হইল এক ঝোলা মালা দিয়া * যাইয়া হইল খাড়া বাদসার বরাবর দেখিয়া পুছিল তারে বাদসা নামদার * কিহে মিয়া বাড়ি কোথা কহ দেখি শুনি ॥ কি লাগিয়া এইখানে আইলে আপনি * চোর পণ্ডিত বলে আমি বটে মুছাফির ॥ বিদেশেতে আসিয়াছি রুজির খাতির * পুরবাসী হই আমি স্থান স্থিতি নাই ॥ পর বাস পর আস পরের নুন খাই * বাদসা বলে

কহ তুমি কর কোন কাম ॥ চোর পণ্ডিত বলে জানি নজ্জুম কালাম *
অনেক রকম আমি গনা বাছা জানি॥ কোনকাম থাকে যদি বলেন আপনি
বাদসা বলে এক বাতে আছি পেরেসান ॥ চোর পণ্ডিতের ডরে নাহি
বাচে জান * যেমতে চোরের সাতে ঝগড়া হইল ॥ যেইমতে চোর পণ্ডিত
এখানে আইল * একে২ কহিল সকল সমাচার ॥ চোর পণ্ডিত শুনিয়া
লাগিল কহিবার * আমি সেই চোর পণ্ডিত ধরিয়া আনিব ॥ আপনার
কাছে তারে হাজির করিব * এতেক বলিয়া সেই হাতে লিয়া খরি ॥
ধিয়ান করিয়া এহা দেখে ঠিক করি * গনিয়া কহিল শেষে বাদসার
গোচরে ॥ জানা গেল আছে চোর দরিয়ার পারে * আমাকে হুকুম দিলে
তার কাছে যাই ॥ হাতেতে বান্ধিয়া তারে হুজুরে পৌছাই * এই কাজের
পরিবর্ত্তে কি দিবে আমারে ॥ অঙ্গিকার কর তুমি বাদসাই দরবারে *
বাদসা বলে যেজন ধরিয়া দিবে চোর ॥ চারি আনি বাদসাই লেখিয়া দিব
মোর * আমার ঘরেতে আছে আমার বহিনী ॥ তাঁহাকে করিবে বিয়া
সেই গুণমনি * আমার কারার এই না হবে লঙ্ঘন ॥ চোর পণ্ডিত শুনি
বড় খুসি হৈল মন * বাদসার কাছেতে সেই বিদায় হইয়া ॥ দরিয়ার
কুলে সেই পৌছিল যাইয়া * আপনার দোন হাত বান্ধিয়া আপনি ॥
বাদসার কাছেতে গেল চলিয়া তখনি * আদাবেতে বাদসার হুজুরে হৈল
খাড়া ॥ কহিতে লাগিল চোর দোন হাত জোড়া * শোন বাদসা আল-
ম্পানা আরজ আমার ॥ আদায় করিনু আমি আপনা কারার * আমি সেই
চোর পণ্ডিত শোন মন দিয়া ॥ হাজির হইনু আমি দুহাত বান্ধিয়া *
কেনুনা যে করিয়াছি বহুত চাতুরি ॥ একারণে খাড়া আছি দোন হাত
জুরি * আপনা কারার তুমি কর না বাহাল ॥ কি আর কহিব তুঝে জান
সব হাল * শ্বশুর বাড়ি কত কথা কহিলে আমারে ॥ সেই দিন রাগ হৈয়া
কহিনু তোমারে * হেকমতে করিব সাদি তোমার বহিনী॥ এতদিনে পুরা
হৈল সে সব কাহিনী * বাদসা শুনিয়া কিছু নাহি কহে আর ॥ সরমে
হইল যেছা মরণ আকার * ছির ঝুকাইয়া সাহা হেটছিরে রহে ॥ ভালা
বুরা বাত আর কিছু নাহি কহে * কি করিবে কি কহিবে ভাবে মনে২ ॥
কহিতে লাগিল শেষে মধুর বচনে * করিলে মনের মত আপনি চাতুরি
মুল্লুক জুরিয়া খুব হইল বাহাদুরি * চোরপণ্ডিত শুনি তারে কহেন এছাই
দিলেতে বুঝিয়া দেখ মোর দোষ নাই * বাদসা শুনিয়া তারে কহে এই
বাত ॥ আর কোন আদাওতি নাহি তেরা সাত * আজিকা আমার বহিন
দিব তুঝে সাদি ॥ রিয়াজুদ্দিন বলে সব করে আল্লা হাদি *

চোর পণ্ডিতকে সকলে দেখিতে আসে ও চোর
পণ্ডিত সাদি করে তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী * শোনহে পাঠক গণ, লাগাইয়া দিল মন, কিচ্ছা সেই চোর পণ্ডিতের ॥ বাদসার হুজুরে গিয়া, আপনাকে ধরা দিয়া, সব কথা কহিল জাহের * সহরের লোক জন, শুনে এই বিবরণ, খুসিতে ভরিল সর্ব্বজনা কেননা সে চোর পণ্ডিত, কেমন তাহার রিত, কেমনে সে ঘটায় যন্ত্রনা * কেমনে চাতুরি করে, গিয়া সেই ঘরে২, কেমনে সে হাজির হইয়াছে ॥ চল সবে চল সাজি, তাহাকে দেখিব আজি, চল২ যাই তার কাছে * একথা বলিয়া পরে, চোর পণ্ডিতের তরে, সর্ব্বলোক দেখিতে চলিল ॥ যাইয়া বাদসার বাড়ী, পৌছিলেন সারি২, যত লোক সহরেতে ছিল * বাদসা আলম্পানা যেথা, সকলে যাইয়া সেথা, কহে কথা মধুর বচনে ॥ চোর পণ্ডিত কোন জন, আর সেই কি গঠন, দেখিবারে সাদ আছে মনে * বাদসা শুনিয়া কথা, চোর পণ্ডিত ছিল যথা, সবাকারে দেখাইয়া দিল ॥ দেখে তারে জনে২, চমৎকার হৈল মনে, কতক্ষণ নিরবে রহিল * পরেতে পুছিল ফের, হুজুরেতে পণ্ডিতের, আসল নাম কহিবে নিশ্চয় ॥ পণ্ডিত শুনিয়া বলে, শোন সবে এক দিলে, ফিরোজ আসল নাম হয় * ক্রেমান সহরে ঘর, জালেহুছ পিতা মোর, ফিরোজ রাখিল মোর নাম ॥ যে কারণে দেশ ছাড়ে, বয়ান করিয়া তারে, একে২ কহিল তামাম * যেমতে রাহের পরে, আসিয়া বিবাহ করে, যেই মতে কত দিন যায় ॥ যেমতে বাদসার সাতে, ঝগড়া লাগিল তাতে, একে২ সব কথা কয় * যে মতে এখানে আসে, কহে সকলের পাশে, যেই কাম করিল যেমতে ॥ শুনিয়া তামাম লোকে, তাজ্জব হইয়া থাকে, আপনা আঙ্গুল কাটে দাতে * বাদসা উজির আর, আর যত নামদার, আর কত গরীব ফকির ॥ ছওদাগর মহাজন, তালুকদার অগনন, সেই খানে আছিল হাজির * একথা শুনিয়া পরে ধন্য২ সবে করে, এছা মর্দ্দ কোথায় না দেখি ॥ রিয়াজুদ্দিন কহে ভাই, ত্রিপদী ছাড়িয়া যাই, বাকি কথা পয়ারেতে লেখি *

পয়ার * বাদসা কহেন ফের ফিরোজ সাহারে ॥ সোনহে ফিরোজ আমি কহিয়ে তোমারে * যেই কাম হইয়াছে তোমার আমার * সেইসব কথা মনে না রাখিবে আর * এখন আমার বহিন কর তুমি সাদি ॥ খুসিতে গুজরান কর জনম অবধি * এহাতে আমার কিছু মন বাদ নাই ॥ থাকিবারে চাহ যদি থাক এই ঠাই * নহেত চলিয়া যাহ আপনার দেশে ॥ যাহা

তুমি ভাল জান দিলের খাহেসে ✻ ফিরোজ শুনিয়া কহে বাদসার হুজুর
আপনার কথা মত আমার মঞ্জুর ✻ বাদসা শুনিয়া হইল খোসাল খাতির
কহিতে লাগিল শোন তামাম উজির ✻ সাদির জশন কর সহর জুরিয়া
আইন মাফিক সাদি দেহ পড়াইয়া ✻ শুনিয়া সকল লোক খুসিতে ভরিল
ফিরোজ সাহার তরে ডুলা সাজাইল ✻ এদিগেতে নারীগণ সাজায় কন্যারে
তৈল দিয়া মলিয়া দিলেন অঙ্গ পরে ✻ বসিল রমণী সবে বুনাইতে কেশ
বান্ধিল বিনট খোপা দেখিতে সুভেশ ✻ আর কত অলঙ্কার পিন্দে নানা
জাতি ॥ লিখিলে সকল নাম ভারি হয় পুথি ✻ একারণে বেশী কথা বারণ
রাখিয়া ॥ রয়ান করিয়া যাই ফিরোজের বিয়া ✻ এদিগে কন্যাকে সব
করিয়া সাজন ॥ খবর ভেজিয়া দিল বাদসার সদন ✻ বাদসা মুজাফর এই
খবর শুনিয়া ॥ তুরিত উকিল সাক্ষি দিল পাঠাইয়া ✻ উকিল যাইয়া আনে
বিবীর এজিন ॥ পড়াইয়া দিল সাদি মাফিক আইন ✻ মজলিসেতে বসা
ছিল যত লোক জন ॥ সকলে মাঙ্গেন দোয়া খোসালিতে মন ✻ পরে মুজা-
ফর সাহা করিয়া ছামানা ॥ ছোট বড় সবাকারে খেলাইল খানা ✻ বিবাহ
হইল পরে ফিরজেরে লিয়া ॥ আন্দর মহল বিচে দিল পোছাইয়া ✻ কন্যার
মন্দিরে যবে ফিরোজ পৌছিল ॥ রূপ হেরি রমণীরা মগন হইল ✻ বাদসার
বহিন যেই নাম লজ্জাবতী ॥ হেটছিরে হৈয়া রহে হেরে নিজ পতি ✻ সখী
গণ দেখি এহা ধরিয়া কন্যারে ॥ ঘুমটা খুলিয়া মুখ দেখায় সাহারে ✻ ফিরোজ
আর লজ্জাবতী হইল দরশন ॥ চারিচক্ষে চাহিয়া রহিল কতক্ষণ ✻ আসকে
পাইল যদি আপনা মাসুক ॥ গরীবে পাইল যেছা রুমের মুল্লুক ✻ যত মজা
সেই সময়ে নাহি যায় লেখা ॥ দিলেতে ভাবিয়া দেখ নয়নের দেখা ✻ ভাল
মন্দ সব কথা ভাবে জানা যায় ॥ হাতের আঙ্গুল কেবা আয়না দিয়া চায়
একারণে ঐ কথা নাহি লেখি আর ॥ পাঠকেরা এই দোষ ক্ষমিবে আমার
কত চিজ নিয়ামত পরেতে আনিয়া ॥ সাহাকে খিলায় ধনি যতন করিয়া
খানা পিনা হৈল পরে সেই যে মন্দিরে ॥ সুইলেন দুই জন পালঙ্গ উপরে
মন রঙ্গে পতি সঙ্গে করিল শয়ন ॥ চুম্বিলেন দুই জনে দোহার বদন ✻
কোলাকলি মিলামিলি করিলেন আর ॥ নিবিল মনের অগ্নি যত ছিল যার
এইমতে এক পক্ষ গত হৈয়া গেল ॥ দেশে যাইবার কথা মনেতে হইল ✻
একদিন কহে সাহা কাছেতে বাদসার ॥ আমার এরাদা এখন দেশে যাই-
বার ✻ মুজাফর শুনি এহা খুসি হৈল মনে ॥ কহিতে লাগিল তারে মধুর
বচনে ✻ ভালমন্দ কোন কথা মনে না রাখিবে ॥ আল্লার তরফে সব মাপ
করে দিবে ✻ ফিরোজ শুনিয়া এহা কহেন সাহারে ॥ আপনি করিবে মাপ

আমি কমিনারে * মুজাফর সব কথা মাপ করি দিল ॥ কহিতে বলিতে তিন দিন গুজারিল *

ফিরোজ সাহা আপনা দেশে যায় তাহার বয়ান ॥

পয়ার * তৎপরে বাদসা আপে পালকি মাঙ্গাইয়া ॥ ফিরোজ সাহাকে আর বহিনীকে লিয়া * ছওার করিয়া দোহে পালকির ভিতরে ॥ বিদায় করিয়া দিল হরিষ অন্তরে * মুজাফর সাহা ফের কহে বুঝাইয়া ॥ খবর লইবা সদা আসিয়া যাইয়া * ফিরোজ শুনিয়া তাহা স্বীকার হইল ॥ লোক লওা-জিমা বহুতর সাতে দিল * কাহারু লইয়া তবে চলিল দুজনে ॥ রাহেতে চলিয়া যায় আনন্দিত মনে * মঞ্জিলে২ রাহা নিকলিয়া যায় ॥ রাহা মধ্যে খানা পানি পাকাইয়া খায় * প্রথম বিবাহ সাহা যেখানে করিল ॥ কত দিনে সেই খানে যাইয়া পৌছিল * শ্বশুরের কাছে লোক পাঠাইয়া দিল তাহারা যাইয়া সেথা খবর কহিল * বিবাহ করিয়া এল জামাই তোমার ॥ বাদসা শুনিয়া হইল খোসাল হাজার * জামাইকে নিল সাহা আগু বাড়া-ইয়া ॥ জরির বিছানা পরে বসাইল লিয়া * বাদসাই পছন্দ মত খিলাইল খানা ॥ তৎপরে জামাইকে কহে আলম্পানা * এখানে থাকিবে কিবা যাবে নিজ দেশে ॥ যাহা ইচ্ছা কর তুমি মনের খাহেশে * ফিরোজ কহেন আমি যাইব বাড়িতে ॥ আমাকে বিদায় করি দেন সেতাবিতে * বাদসা শুনিয়া বড় খুসি হৈল মনে ॥ বেটিকে সুপিয়া দিল দামাদের সনে * খানা পিনা খিলাইল সবাকার তরে ॥ বিদায় করিয়া দিল হরিষ অন্তরে * এখানে ও কত লোক সাতে নিল তার ॥ খুসি খোসালিতে সাহা হৈল রাহাদার মঞ্জিলে২ সাহা যায় নিকলিয়া ॥ কত দিনে আপনা মুল্লুক পায় গিয়া * ফিরোজ পৌছিল যদি আপনা সহর ॥ আপনা বাপের আগে ভেজিল খবর জালেহুছ শুনিয়া বেটার সমাচার ॥ আগু বাড়াইতে চলে আনন্দ অপার * কত২ হাতী ঘোড়া মিছিলে সাজায় ॥ বাপ বেটার মোলাকাত হইল রাহায় দেখিয়া বেটার তরে পিয়ার করিয়া ॥ খুসির কান্দনা কান্দে গলায় ধরিয়া * তাদের কান্দনা দেখি যত লোক জন ॥ দিলাসা ভরসা দিয়া সান্ত কর মন তৎপরে বাপ বেটা বাড়িতে পৌছিল ॥ সঙ্গসাতি লোক সব বাড়ি মধ্যে নিল জার যে মিছাল মত দিল বসিবার ॥ খানা পিনা খিলাইল নানান প্রকার বেটাকে দেখিয়া সেথা বাদসার বেগম ॥ কোন বাতে চিন্তা নাই নাহি কোন গম পালকি হইতে দোন বহু উতারিয়া লিয়া ॥ আপনা ঘরেতে গেলে হাসি২ বাদসা বেগম আর যত বান্দি দাসি ॥ খুসির উপরে কত হইলেন খুসি * সহরের মধ্যে ছিল যত প্রজাগণ ॥ শু-খবর শুনি সবে খুসি হইল মন *

আমোদ-প্রমোদ করে সব ঘরে২ ॥ কোন বাতে চিন্তা নাই কাহার অন্তরে এখানে ফিরোজ স্যাহা বাপের গোচর ॥ আরজ করিয়া কহে জুরে দোন কর আমি একবাত কহি শোন আলম্পানা ॥ সঙ্গ সাথি লোক মোর আছে যত জনা সব্বাকারে এক সাতে খানা খিলাইয়া ॥ রাহের খরচ আর ঘোড়া২ দিয়া বিদায় করিয়া দেহ যাউক নিজ দেশে ॥ কতদিন রবে তারা মুছাফিরি ভেশে বাদশা শুনিয়া বাত করিল তেছাই ॥ খানা পিনা খিলাইল হুকুম যেছাই রাহার খরচ কিছু ঘোড়া২ দিয়া ॥ বিদায় করিয়া দিল কহিয়া বলিয়া * আপনার দেশে তারা হইল রওানা ॥ রাহেতে চলিয়া যায় ভাবিয়া রব্বানা * এখানেতে বাদসা আর বাদসাজাদী দোহে ॥ পুত্র বধু নিয়া তারা আনন্দিত রহে * কার মনে কোনবাতে না রহিল দুঃখ ॥ খুসির উপরে খুসি হামেসা কৌতুক * তামাম হইল পুথি চোর পণ্ডিতের ॥ আচ্ছালাম আলায়কোম কাছে সকলের * তের শত ষোল সাল লেখে বাঙ্গালার ॥ ছাব্বিশা কার্ত্তিক তারিখ রোজ শুক্রবার * আছরের ওক্ত পুথি লেখা হৈল শেষ ॥ আল্লাতালা পুরাইল আমার খাহেস * তারিখ করিনু বন্ধ বন্ধে ভাল দিন ॥ কহ ভাই মোমিন সবে আমিন২ * রিয়াজুদ্দিন নাম মোর বিদ্যা হিন অতি সিদ্দির গঞ্জ আটী গায় আমার বসতি * সমাপ্ত।

সুচিপত্র সমাপ্ত।

——০:*:০——